ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-107 ■ 16 January, 2026 ■ আগরতলা ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ডাক্তার দেখাতে গিয়ে নিখোঁজ পাঁচমাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ডাক্তার দেখাতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পরিবার ও স্থানীয় এলাকাজুড়ে। নিখোঁজের ঘটনাটি ঘটে গত ১২ জানুয়ারি, মঙ্গলবার দুপুরে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, চুরাইবাড়ি পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ক্রাশারে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস ও কাজ করতেন করণ কল (২৬), পিতা দুলাল কল, এবং তাঁর স্ত্রী সৌরভী ভুমিজ (২৩)। উভয়েই ওই ক্রাশার মেশিনে কর্মরত ছিলেন। সৌরভী বর্তমানে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

গত সোমবার দুপুরে সৌরভী একাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুর থেকে ভেসে উঠলো নিখোঁজ বৃদ্ধের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। পুকুরে ভেসে উঠলো এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। মেলাঘর বটতলী দরগা এলাকায় এক পুকুর থেকে এই মৃতদেহ ভেসে উঠেছে এদিন। মৃত বৃদ্ধের নাম খরিন্দ্র নোয়াতিয়া। তার বাড়ি চন্দুল এলাকায়।

জানা যায়, সোনামুড়া বটতলী পৌষ সংক্রান্তি মেলায় নিখোঁজ ছিলেন ওই বৃদ্ধ, অবশেষে পুকুরের জলে মৃত অবস্থায় ভেসে উঠলো তার দেহ। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, মেলাঘর থানাধীন চন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েতের কানীপাথর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা রেল স্টেশনে গাঁজাসহ চার যুবতি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। আগরতলা রেল স্টেশনে গাঁজাসহ চার যুবতিকে আটক করা হয়েছে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত তল্লাশির সময় সন্দেহজনক আচরণের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়।

আটক যুবতীদের নাম জেসমিন দেববর্মা (২৬), বাড়িকরবুক; অবি দেববর্মা (২১), বাড়িচম্পকনগর; রানী দেববর্মা (৩৯), বাড়িমান্দাই এবং ইভা দেববর্মা (১৯), বাড়িমান্দাই।

ঘটনাটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্টাইপেন্ডের দাবিতে ওবিসি দপ্তরে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে স্টাইপেন্ড না পাওয়ার অভিযোগে ওবিসি দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কলেজপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা। আজ বিক্ষোভকারী পড়ুয়ারা দপ্তরের সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, বহুদিন ধরে স্টাইপেন্ড প্রদানের বিষয়ে দপ্তর একের পর এক তালবাহানা করে চলেছে। একাধিকবার দপ্তরের দ্বারস্থ হলেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অযথা আতঙ্কিত হবেন না এবং গুজব ছড়াবেন না, আবেদন স্বাস্থ্য দফতরের

নিপা নেই, তবুও প্রস্তুত রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।।: পার্শবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসের থাবা পড়তেই কালবিলম্ব না করে সতর্কতা অবলম্বনে পদক্ষেপ নিয়েছে ত্রিপুরা। ত্রিপুরায় নিপা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের আবেদন, অযথা ভীত হবেন না এবং গুজবে কান দেবেন না। সতর্কতা মেনে চলুন এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতা করুন।

এদিন আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জি বি হাসপাতালের মাইক্রো বায়লোজি বিভাগের প্রধান ডা. তপন মজুমদার বলেন, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে দু'জন নার্স নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে প্রতিবেশী রাজ্য হওয়ায় ত্রিপুরাতেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাঁর কথায়, নিপা কোনও নতুন ভাইরাস নয়। ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ায় প্রথম এই ভাইরাস ধরা পড়েছিল। এরপর ২০০১ সালে শিলিগুড়িতে এবং পরে ২০০৮ সালে আবার পশ্চিমবঙ্গে এর উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। এরপর থেকে গত কয়েক বছর ধরে কেরালায় ওই ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। চলতি বছর সেখানে চারজন আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

ডা. তপন মজুমদারের দাবি, চারিত্রিক দিক দিয়ে নিপা ভাইরাস কোভিড-১৯ থেকে আলাদা। কোভিডে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে কম হলেও নিপা ভাইরাসে মৃত্যুহার অনেক বেশি। তাই বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। তাঁর কথায়, এই ভাইরাস মূলত সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়। সংক্রমিত শুকর বা ঘোড়া থেকে ছড়ালেও সবচেয়ে বেশি ছড়ায় বাদুড়ের মাধ্যমে। বিশেষ করে খেজুরের কাঁচা রস নিপাহ সংক্রমণের অন্যতম বড় উৎস। তাই এই মরসুমে কাঁচা বা ফোটানো ছাড়া খেজুরের রস না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সাথে পাখি বা বাদুড়ে খাওয়া ফল, কাটা বা থুতু পড়া ফল না খাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর উপদেশ, সাধারণ ফল ভালোভাবে ধুয়ে খাবেন এবং নিয়মিত হাত ধোয়ার ওপর বিশেষ জোর দেবেন।

তাঁর বক্তব্য, ভারতে নিপা ভাইরাস মানব থেকে মানব সংক্রমণের ঘটনাও দেখা গেছে। বিশেষত হাসপাতালে রোগী শনাক্ত না হলে তার সংস্পর্শে এলে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকার জনগণের কল্যাণের চেতনায় কাজ করছে, কোন ভেদাভেদ ছাড়াই ঃ প্রধানমন্ত্রী

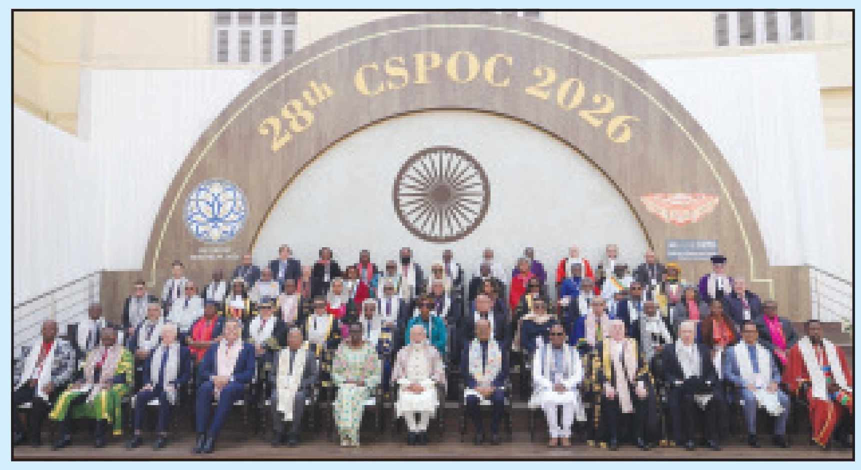

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ভারত প্রমাণ করেছে যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলো গণতন্ত্রকে স্থিতিশীলতা, দ্রুততা এবং বিস্তৃত পরিসরে কার্যকর করতে সক্ষম। আজ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির সংসদ ভবন কমপ্লেক্সের সংবিধান সদনে ২৮তম কমনওয়েলথ স্পিকার্স অ্যান্ড প্রিসাইডিং অফিসার্স কনফারেন্স-এর উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ভারত তার বৈচিত্র্যকে গণতন্ত্রের শক্তিতে পরিণত করেছে।

তিনি আরও বলেন, ভারতে গণতন্ত্র মানে "শেষ মাইল" পর্যায়ে নাগরিকসেবা পৌঁছে দেওয়া, এবং সরকার জনগণের কল্যাণের চেতনায়, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কোন বৈষম্য ছাড়াই কাজ করছে। মোদি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে মানুষই সর্বোচ্চ, এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দেশটি বৈচিত্র্যকে শক্তিতে পরিণত করেছে এবং বিশ্বের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরে বেকারদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।।: নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন এমপিডাব্লিউ পদে নিয়োগপ্রত্যাশী বেকার যুবক-যুবতীরা। বৃহস্পতিবার তারা প্রথমে গুরখাবস্তি স্বাস্থ্য দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন এবং পরে স্বাস্থ্য অধিকর্তার দপ্তরের সামনে অবস্থানে বসেন।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে না পেরে এদিন বিক্ষোভকারীরা করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিরা শুধু মাত্র একটা সম্প্রদায় নয়, তাঁরা হলেন সংস্কৃতি ও পরিচিতির ভিত্তি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। রাজ্য সরকার জনজাতিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। রাজ্য সরকারের বাজেটে জনজাতিদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। নাবার্ডের বরাদ্দ অর্থে জনজাতি অধ্যুষিত দূরবর্তী এলাকার রাস্তাঘাট সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। এর মাধ্যমে জনজাতিদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। আজ কুমারঘাটের দারচেয়ে রাজ্যভিত্তিক ডার্লং থার্লাক কুট উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ডার্লং সম্প্রদায়কে তালিকাভুক্ত জনজাতি কমিউনিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে বর্তমানে রাজ্য সরকার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেঙ্গালুরুতে ডেলিভারি বয়ের রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ফের এক ডেলিভারি বয়ের কাজে নিযুক্ত যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে কদমতলা ব্লক এলাকায়। যদিও এবারের ঘটনাটি ঘটেছে বহিঃরাজ্য বেঙ্গালুরুতে। তবে বৃহস্পতিবার মৃত যুবকের নিথর দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্না ও শোকের আবহে ভেঙে পড়ে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা।

জানা যায় মৃত যুবকের নাম শাহাজান আলম (২৩)। তিনি কদমতলা থানাধীন ইছাইলালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ জলাইবাড়ি ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। মৃতের পিতা আব্দুল গনি জানান, প্রায় সাত বছর আগে কাঠাঁলতলী বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শামীম আহমেদের কন্যার সঙ্গে বাঘন স্কুলে পড়াশোনার সময় শাহাজানের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পড়াশোনা শেষে ওই তরুণীকে ব্যাঙ্গালোরে পাঠানো হলে, অভিযোগ অনুযায়ী, মেয়েটি ও তার পরিবারের চাপে শাহাজানকেও সেখানে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

বেঙ্গালুরু গিয়ে লেখাপড়া শেষ করার পর শাহাজান একটি বেসরকারি সংস্থায় ডেলিভারি বয়ের কাজ শুরু করেন। অভিযোগ, তিনি যে অর্থ উপার্জন করতেন, তার বড় অংশই ওই তরুণীর পড়াশোনার খরচ হিসেবে ব্যয় করতেন। বিষয়টি উভয় পরিবারের কাছেই জানা ছিল বলে দাবি মৃতের পরিবারের। এমনকি প্রয়োজনের সময় ছেলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন বছরে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে রাজ্যে ১৪ কোটি খরচ, একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। গত তিনবছরে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে মোট ১৪ কোটি ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৬৮ টাকা ব্যয় করে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন সময়, ও বর্তমানে লোকসভার সাংসদ হওয়ার পর এই অর্থের মাধ্যমে রাজ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন তিনি। তার মধ্যে রাজ্যের ১৯ টি বিদ্যালয় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেট শেড, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার বিল্ডিং, যোগা কেন্দ্র, ইনডোর হল, অ্যাম্বুলেন্স সহ ওপেন জিম রয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারে আগ্রহী মুখ্যমন্ত্রী, দাবি তিপ্রা মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আগ্রহী, তাঁর সাথে বৈঠকের পর এমনই দাবি করলেন তিপ্রা মথার নেতৃত্ব। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তিপ্রা মথা নেতৃত্ব জানায়, বুধবার তিপ্রা মথার পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ওই বৈঠকে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের বিষয়সহ একাধিক ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

তিপ্রা মথা নেতৃত্বের দাবি, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের বিষয়ে তিনি ইতিবাচক ও আগ্রহী। এই সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার, সিবিএসই ও আইসিএসই-কে চিঠি পাঠিয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত সেসব সংস্থার কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি বলেও মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৫ জানুয়ারি।। গত সাত বছরে রাজ্যের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক-এর উদ্যোগে মোহনপুর বাজারে ই-লবি'র শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। মন্ত্রী রতন লাল নাথের হাত ধরে মোহনপুর বাজারে স্থাপিত এই ই-লবি'র মাধ্যমে দিনরাত ২৪ ঘন্টা টাকা তোলা যাবে। পাশাপাশি ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকরা এখান থেকেই টাকা জমা দিতে এবং পাসবুক আপডেট করাতে পারবেন। ফলে ব্যাংক শাখায় ভিড়ের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমবে বলে জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াতে রাজ্যের মোট জমা রয়েছে ১৩ হাজার ৯৪২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের রাজ্যজুড়ে ১৫০টি শাখায় মোট জমা ১০ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা। শুধু মোহনপুর এলাকাতেই ২৮ হাজার ৬২৮ জন গ্রাহক প্রায় ৫৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা জমা রেখেছেন।

সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সাত বছরে রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ও স্থির বেতন নীতি অসাংবিধানিক ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। শিক্ষক—কর্মচারীদের নিয়োগ ও বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল প্রদেশ কংগ্রেস। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী দাবি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের শিক্ষক ও কর্মচারীদের স্থায়ী বেতন ও চাকরির অধিকার নিশ্চিত না করে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি দীর্ঘসূত্রিতায় ফেলে রেখেছে।

সংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, গত ৮ জানুয়ারি রাজ্যের মাননীয় উচ্চ আদালত পূর্বতন সরকার ও বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষক—কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদ মিছিল, ইউনুসের কুশপুত্তলিকা দাহ

বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৫ জানুয়ারি ।। ওঠো, জাগো, এইবার সময় হয়েছে, নিজেদের বাঁচাতে এবং নিজেদের ঐতিহ্য কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে। উদার্ত কণ্ঠে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের আহ্বান হিন্দুদের কাছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ক্রমাগত নির্যাতন এবং নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে আমাদের দেশ ভারতবর্ষের প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরাতে উঠছে প্রতিবাদের ঝড়। দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের আবেদন হিন্দুদের বাঁচাতে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আজ বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মোহম্মদ ইউনুসের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার জানিয়ে সুবিশাল বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করা হয় এবং ঋষ্যমুখ বাজারে পথসভা করে মোহম্মদ ইউনূসের কুশ পুত্তলিকা দাহ করা হয়।

আজকের এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে তুলে ধরতে গিয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ত্রিপুরা রাজ্য বিধি-প্রান্ত প্রমুখ সুভাষ মজুমদার বলেন এই দেশ ছিল হিন্দুস্তান। এখানে হিন্দুদের বেদবেদান্ত সৃষ্টি হয়েছিল। সনাতন ধর্ম সবচাইতে বড় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু আজও এই হিন্দু ধর্ম অবহেলিত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের ফলে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান সৃষ্টি হলেও পাকিস্তান মুসলিমদের জন্য ইসলামিক রাষ্ট্র হয়েছে কিন্তু হিন্দুস্থান আজও ধর্মনিরপেক্ষ।

এখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও দিনের পর দিন অবহেলিত হয়ে যাচ্ছে। তাই আজকের এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ দেশ ও রাজ্য সরকারের কাছে এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার দাবি তুলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তীব্র বিষোদগার করেন তিনি। তিনি আরো জানান আগামী দিনেও হিন্দুদের জাগিয়ে তুলতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এই ধরনের কর্মসূচি ক্রমাগতভাবে জারি থাকবে বাজার সভা শেষে বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মোহম্মদ ইউনুসের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

অসম নির্বাচন আসন্ন, মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। সামনেই অসমের বিধানসভা নির্বাচন। যেকোনো শুভ কাজ শুরু আগে মায়ের আশীর্বাদ বাঞ্ছনীয়। তাই ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের দর্শনের জন্যেই এই রাজ্য সফর। আজ রাজ্যে এসে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পুজো দিতে গিয়ে একথা বলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

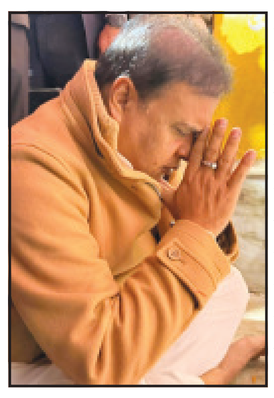

বৃহস্পতিবার রাজ্য সফরে এসেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বিকেলে আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী কিশোর বর্মন, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যসহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২ মাঘ, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

এআইয়ের দাপট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর দাপট এখন আর কেবল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে সীমাবদ্ধ নাই।এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে গভীরভাবে মিশিয়া যাইতেছে। গত কয়েক বছরে এআই-এর যে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে, তাহা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম বড় একটি পরিবর্তন।এআই আসিবার ফলে অনেক জটিল কাজ এখন মুহূর্তের মধ্যে হইয়া যাইতেছে। ডাটা অ্যানালাইসিস, গ্রাফিক ডিজাইন, কন্টেন্ট রাইটিং থেকে শুরু করিয়া কোডিং পর্যন্তসবখানেই এআই মানুষের সহকারী হিসেবে কাজ করিতেছে। তবে এর ফলে অনেক প্রচলিত পেশা ঝুঁকির মুখে পড়িতেছে। মানুষ এখন অনায়াসেই ছবি আঁকিতেছে, গান বানাইতেছে বা গল্প লিখিতেছে। এমনকি সিনেমা তৈরিতেও এখন এআই-এর বড় ভূমিকা দেখা যাইতেছে। এটি সৃজনশীলতাকে যেমন সহজ করিতেছে, তেমনি সৃজনশীল কাজের "মৌলিকতা" নিয়া নতুন বিতর্কের জন্ম দিতেছে।চিকিৎসাক্ষেত্রে এআই এক আশীর্বাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খুব দ্রুত রোগ নির্ণয় করা, নতুন ওষুধের ফর্মুলা বের করা এবং জটিল অস্ত্রোপচারে রোবটিক ড্রিলিং ব্যবহারের মাধ্যমে এআই মানুষের আয়ু বাড়াইতে সাহায্য করিতেছে।আমরা খেয়াল করি বা না করি, আমাদের স্মার্টফোনের ফেস আনলক, সোশ্যাল মিডিয়ার নিউজফিড, গুগলের ম্যাপ কিংবা ইউটিউবের সাজেশনসবই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করিতেছে শক্তিশালী এআই অ্যালগরিদম।এআই যেমন সুযোগ তৈরি করিতেছে, তেমনি কিছু বড় চ্যালেঞ্জও নিয়া আসিতেছে। অটোমেশনের কারণে অনেক মানুষ কর্মহীন হইতে পারেন। ব্যক্তিগত তথ্য চুরি বা ডিপফেকের মাধ্যমে অপপ্রচারের ঝুঁকি বাড়িতেছে।একটি যন্ত্র যখন সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তাহার নৈতিকতা বা জবাবদিহিতা কতটুকু হইবে, তাহা নিয়া সারা বিশ্বে আলোচনা চলিতেছে।এআই-এর দাপট কমানোর কোনো উপায় নাই; বরং এর সাথে মানাইয়া নেওয়া এবং এর সঠিক ব্যবহার শেখাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। প্রযুক্তিকে ভয় না পাইয়া একে কাজে লাগাইয়া কীভাবে নিজের দক্ষতা বাড়ানো যায়, সেদিকেই আমাদের নজর দেওয়া উচিত।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভ্রূকুটি। ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তত ২ কোটি চাকরি উধাও হইবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আক্রমণে। যাহার সিংহভাগ তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা। গোটা দুনিয়াজুড়িয়া কর্মহীনতার আশঙ্কার কালো মেঘ। ভারতেও সেই শঙ্কার ছায়া ডানা মেলিতেছে। কারণ বিখ্যাত সব সংস্থা কর্মীছাঁটাই করিতেছে। নীতি আয়োগ কেন্দ্রীয় সরকারকে ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা দিয়া বলিয়াছে, বিকল্প কিছু ভাবুন। পুরোনো চাকরির বাজার আবার ফিরিতেছে এবং জোরদার হইতেছে। মেশিন লার্নিং, এআই, রোবটিক্সের আগ্রাসনের বাইরেও যে আশা তৈরি হইয়াছে, সেটি হইল, সার্বিকভাবে তথ্য প্রযুক্তি অথবা যন্ত্র নির্ভর নয়, এরকম ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়িতেছে। এই তালিকায় বিশেষ সংযোজন হইল সিভিল, মেকানিকাল, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা নতুন করিয়া বাড়িতে শুরু করিয়াছে। ২০২৫ সালের হিসাবেই দেখা গিয়াছে, ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে তথ্য প্রযুক্তির সেই পুরনো রমরমা আর নাই। এই প্রবণতা দেখিবার পর দেশের বিভিন্ন কলেজ ২০২৬ সালে এই প্রথাগত কোর সেক্টরের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে আসন সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়াছে। অটোমোবাইল সেক্টরে ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে কর্মসংস্থান বাড়িয়াছে। ২০২৬ সালের তুলনায় যাত্রীগাড়ির বিক্রি বাড়িয়াছে ২৭ শতাংশ।

ভারত বিভাজনের সময় জম্মুতে যেভাবে মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল

ওয়াকার মুস্তফা

এই সময় ৯৩ দশমিক ৭ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত কাশ্মীর উপত্যকার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও জম্মু প্রদেশের পরিস্থিতি কিন্তু একেবারে আলাদা ছিল। জম্মুর রাজনৈতিক কর্মী এবং দৈনিক কাশ্মীর টাইমসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক বেদ ভাসিনের বয়স সেই সময় ছিল ১৮ বছর। ২০১৫ সালে প্রয়াত মি. ভাসিনের লেখা থেকে সেই সময়কালের জম্মুর একটা চিত্র পাওয়া যায়। তিনি ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ''বিভাজনের অভিজ্ঞতা: জম্মু ১৯৪৭'' শিরোনামের একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছিলেন। সেখানে মি. ভাসিন উল্লেখ করেন, 'মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা (ভারত বিভাজনের) ঘোষণার পরপরই জম্মুতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে'। 'পুঞ্চে, মহারাজা হরি সিংয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং কর আরোপের কয়েকটা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক ধরনের অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মহারাজার নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের নির্মম বল প্রয়োগ মানুষের আবেগকে উস্কে দেয় এবং এই আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক থেকে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়'।

বেদ ভাসিন তার গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন, 'মহারাজার নেতৃত্বাধীন প্রশাসন শুধু মুসলিমদের আত্মসমর্পণ করতেই বলেনি, ডোগরা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈন্য এবং মুসলিম পুলিশ অফিসারদেরও ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল যাদের আনুগত্য সম্পর্কে তাদের (প্রশাসনের) সন্দেহ ছিল'। মি. ভাসিন ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে জম্মুতে তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । তিনি লিখেছেন, 'গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞকে ন্যায্য প্রমাণ করতে মুসলিমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেবে, তারা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছে'। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বিসনা, আরএসপুরা, আখনুরের মতো সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাকিস্তানের শিয়ালকোট অঞ্চলে চলে এসেছিলেন। এদিকে, প্রতিবেশী পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে সীমান্ত এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। 'উধমপুর জেলায়, বিশেষত উধমপুর, চেনানি, রামনগর এবং রিয়াসি অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলিমদের হত্যা করা হয়। এমনকি ভাদেরওয়াহতে (উধমপুর থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) বহু মুসলিম ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছিলেন'। মি. ভাসিনের মতে এই হত্যাকাণ্ডে আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)-এর সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তাদের সাহায্য করেছিল সশস্ত্র শিখ শরণার্থীরা, 'যারা হাতে তলোয়ার নিয়ে জম্মুর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল'। উধমপুর ও ভাদেরওয়াহর দাঙ্গার নেতৃত্ব দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ন্যাশনাল কনফারেন্সে যোগ দেয় এবং কেউ আবার মন্ত্রী হয়। ছাম্ব, দেবা বাটালা, মানুসার এবং আখনুরের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের হত্যার খবর পাওয়া গিয়েছিল যাদের অনেকেই জম্মুর বিভিন্ন অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কাঠুয়া জেলায় মুসলিমদের গণহত্যা এবং নাদীদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়।

প্রশাসনের মনোভাব সম্পর্কে মি. ভাসিন বলেন, 'সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলার পরিবর্তে মহারাজার নেতৃত্বাধীন প্রশাসন সাম্প্রদায়িক গুন্ডাদের সাহায্য করেছে এবং তাদের অস্ত্র দিয়েছে'।

তিনি আরো জানিয়েছেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার বাইরে বসবাসরত বহু মুসলিম ব্যক্তিকে দাঙ্গাকারীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। শহরে সরকারিভাবে কারফিউ জারি করা সত্ত্বেও অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে অবাধে গাড়িতে চলাচল করছিল দাঙ্গায় সামিল এই লোকজন। বেদ ভাসিন উল্লেখ করেছেন, 'মুসলিমদের চলাচলে বাধা দেওয়ার জন্যই এই কারফিউ জারি করা হয়েছিল'। এরপর তালাব খাতিকান এলাকায় মুসলিমদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় এবং শেষপর্যন্ত নির্বিচারে হত্যার ওই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে।

তাদের প্রথমে তাদের যোগী গেট পুলিশ লাইনে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে এখন দিল্লি পাবলিক স্কুল রয়েছে। নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে প্রশাসনের তরফে বলা হয়, তারা যেন নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানে চলে যান। প্রথম ব্যাচে প্রায় ৬০টা লরিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষকে বোঝাই করা হয় শিয়ালকোটে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কী হতে চলেছে তা না জেনেই ওই পরিবারগুলো গাড়িতে উঠে বসে। বেদ ভাসিনের কথায়, 'ওই গাড়িগুলো সেনার নজরদারিতে ছিল। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে জম্মু শিয়ালকোট রোডের চাট্টায় পৌঁছানোর পর বিপুল সংখ্যক আরএসএস-এর লোক এবং শিখ উদ্বাস্তুরা ওই গাড়িগুলোকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়। গাড়িতে সওয়ার ব্যক্তিদের থেকে টেনে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়'। এই সময় সৈন্যরা হয় হত্যাকাণ্ডে যোগ দিয়েছিল বা দর্শকের ভূমিকায় ছিল। গণহারে হত্যার খবর গোপন রাখা হয়। একইভাবে পরেরদিন অন্যান্য পরিবারগুলোও আরো একটা গাড়িতে সওয়ার হয়। তাদেরও একই পরিণতি হয়েছিল। যারা কোনোরকমে হত্যাকারীদের হাত থেকে বেঁচে যান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিয়ালকোটে পৌঁছে নিজেদের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনান। এই হত্যাকাণ্ডে নিজেদের ভূমিকার কথা অস্বীকার করে প্রশাসন। এমনকি জম্মুর জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনার বিষয়েও অস্বীকার করে। তবে এই প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন মি. ভাসিন। তৎকালীন প্রশাসনের এক কর্মকর্তা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ভদ্র হওয়া সত্ত্বেও এর পরিণতি কী হতে পারে সে বিষয়ে তিনি আমাকে সতর্ক করেন'।

'তিনি আমাকে প্রথমে বলেন, আমি তোমাকে অপকর্মের জন্য জেলে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু তুমি আমার মতো ক্ষত্রিয় এবং এখানে আমার আত্মীয় রয়েছে, তাই আমি শুধু তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। এখন শান্তি কমিটি গঠন করে শান্তির প্রতিষ্ঠার কাজ করার সময় নয়'।

'হিন্দু ও শিখদের এখন মুসলিম সাম্প্রদায়িকদের হাত থেকে রক্ষা করার সময়, যারা তাদের হত্যা ও পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলার পরিকল্পনা করছে। আমরা ইতিমধ্যে এক হিন্দু-শিখ ডিফেন্স কমিটি গঠন করেছি। এই কমিটিকে সমর্থন করাই তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের পক্ষে ভালো'। ওই কর্মকর্তা মি. ভাসিন এবং তার সঙ্গীদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা বলেন। মি. ভাসিন উল্লেখ করেছেন, 'ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা রেহারি এলাকায় হিন্দু ও শিখ ছেলেদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা প্রশিক্ষণে যোগ দিলে ভালো হবে'। 'আমি আমার এক সঙ্গীকে প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসে জানায় ওই শিবিরে আরএসএস-এর যুবা সদস্য এবং অন্যরা ৩০৩ রাইফেল ব্যবহারের জন্য সৈন্যদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে'। এই হত্যাকাণ্ডে হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা নেই, তবে অনুমান করা হয় এই সংখ্যা ২০ হাজার থেকে দুই লাখ ৩৭ হাজার। এই সময়ে, প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরের কিছু অংশে চলে যান। জম্মুতে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে বদল দেখা দেয়। মি. ভাসিন বলেছেন, 'আমার একটা ঘটনা মনে আছে। মেহেরচাঁদ মহাজন (রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী), যিনি জম্মুতে পৌঁছনোর পর প্রাসাদে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হিন্দুদের প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন- এখন যেহেতু ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে, তাদের উচিত সমতা দাবি করা'। 'ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে জনসংখ্যার অনুপাতে এত বৈষম্য রয়েছে, তারা কীভাবে সমতার দাবি করতে পারে? নিচে রামনগর রাখ (জঙ্গল) এর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি (মেহেরচাঁদ) বলেছিলেন- জনসংখ্যাগত গঠনও পরিবর্তন হতে পারে'। ভারতীয় সাংবাদিক সাঈদ নাকভি তার বই ''বিয়িং আদার: মুসলিমস ইন ইন্ডিয়া''তে লিখেছেন, '১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, জম্মু প্রদেশের মুসলিম জনসংখ্যা ১ দশমিক ২ মিলিয়নেরও (১২ লাখ) বেশি ছিল এবং ওই প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল দুই মিলিয়ন (২০ লাখ)'। 'জম্মু জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ দশমিক ৫ লাখ যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১ দশমিক ৭ লাখ। রাজধানী জম্মুর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ হাজার যার মধ্যে মুসলিম ১৬ হাজার'। কাশ্মীর টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক অনুরাধা জামওয়াল বলেন, জম্মু প্রদেশের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে দেশভাগের জনতাত্ত্বিক গঠন পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের গণহত্যার কারণে জম্মু জেলার অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে শুধু হিন্দু বা শিখ জনগোষ্ঠীই রয়ে গিয়েছিল। শুধু জম্মু জেলাতেই (যা জম্মু প্রদেশের একটা প্রধান অংশ) মুসলিম জনসংখ্যা ছিল এক লাখ ৫৮ হাজার ৬৩০। এদিকে ১৯৪১ সালে মোট জনসংখ্যা, অর্থাৎ চার লাখ ২৮ হাজার ৭১৯-এর ৩৭ শতাংশ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়। ১৯৬১ সালে মোট জনসংখ্যা পাঁচ লাখ ১৬ হাজার ৯৩২-এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ৬৯৩ জন, অর্থাৎ মাত্র ১০ শতাংশ। ''ক্যালকাটা স্টেটসম্যান''-এর সম্পাদক ইয়ান স্টিফেন্স তার বই ''পাকিস্তান''-এ লিখেছেন যে 'আগস্ট থেকে ১১ সপ্তাহ ধরে পূর্ব পাঞ্জাব, পাতিয়ালা এবং কাপুরথালায় শুরু হওয়া পদ্ধতিগত নৃশংসতা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল'। 'প্রায় দুই লাখ মানুষ নিখোঁজ হন যাদের সম্ভবত হত্যা করা হয়েছিল, মহামারী বা কঠোর আবহাওয়ার কারণে মারা যান। বাকিরা অসহায় অবস্থায় পশ্চিম পাঞ্জাবে পালিয়ে যান'। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, ১৯৫১ সালের ছয়ই মার্চ অনুষ্ঠিত ৫৩৪ নম্বর সভায় উল্লেখ করা হয়েছে- 'ভারতের দেশভাগের সঙ্গে সমসাময়িক ভয়াবহ গণহত্যার পরপর মহারাজা এক ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন যার মাধ্যমে (টাইমস অফ লন্ডনের বিশেষ সংবাদদাতার ১৯৪৮ সালের দশই অক্টোবর প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে) তার নেতৃত্বে অবশিষ্ট ডোগরা অঞ্চলে ডোগরা বাহিনী, হিন্দু ও শিখদের সাহায্যে পরিকল্পিতভাবে দুই লাখ ৩৭ হাজার মুসলিমকে হয় নির্মূল কর হয় বা তাদের সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়'। ওই একই প্রতিবেদনে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাঠানদের আক্রমণের পাঁচ দিন আগে এবং মহারাজার ভারতে অন্তর্ভুক্তির নয় দিন আগে এই ঘটনাগুলো ঘটে।

হোরেস আলেকজান্ডার ১৯৪৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি ''দ্য স্পেক্টেটর''-এ উল্লেখ করেছিলেন জম্মুতে নিহত মুসলিমদের সংখ্যা দুই লাখ। বেদ ভাসিনের মতে, জম্মু শহরে তালাব খাতিকান এবং কনক মান্ডির মতো অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসংখ্যা ছিল, অন্যদিকে বেশিরভাগই হিন্দুরা থাকতেন। মহারাজার সেনাবাহিনী হিন্দুদের বাড়ির ভেতরে অবস্থান নিয়েছিল এবং সেখান থেকেই তারা মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর গুলি চালায়। তিনি উল্লেখ করেছেন, আরএসএস লোকেরা এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তিরা শিশু এবং নারীদেরও রেহাই দেয়নি। নারীদের ধর্ষণ করা হয় এবং শিশু ও পুরুষদের হত্যা করা হয়। তবে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা বিভাজন ছিল। মুসলিমদের একটা অংশ মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল এবং তাই তারা সুরক্ষিত ছিল। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন দরিদ্র মুসলমানরা। ১৯৪৭ সালের ২৪শে অক্টোবর করাচীর সংবাদপত্র ''ডেলি গেজেট''-এর সংখ্যায় কাশ্মীর টাইমসের হিন্দু সম্পাদক জি কে রেড্ডি বলেছিলেন, 'নিরস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ডোগরায় যে সহিংসতার উন্মাদ নগ্ন নৃত্য চলেছে তা যে কোনো মানুষকে বিব্রত করবে। আমি দেখেছি কীভাবে নৃশংসতা চালানো এই লোকগুলো এবং সৈন্যদের সশস্ত্র দল পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা হওয়া অসহায় মুসলিম শরণার্থীদের গুলি করেছে এবং তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলেছে...'। 'জম্মুর যে হোটেল রুমে আমাকে আটক করা হয়েছিল, সেখান থেকে আমি এক রাতে ২৬টা গ্রাম পুড়িয়ে ফেলার কথা শুনেছি এবং আশেপাশের শরণার্থী শিবির থেকে সারা রাত ধরে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছিল'। ব্রিটিশ কূটনীতিক সিবি ডিউকও একই কথা বলেছেন যিনি অক্টোবর মাসে ওই অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জম্মুর পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। সাঈদ নাকভি তার সংকলিত লেখার ৯০ তম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'জম্মুর হিন্দু, শিখ এবং বাইরে থেকে আসা লোকেরা মুসলমানদের হত্যা করেছিল। সেখানে যা ঘটছে তার জন্য দায়ী কাশ্মীরের মহারাজা'।

মি. ভাসিনের মতে, জম্মুতে যে সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে তা একতরফা ছিল না। এই অঞ্চলের কিছু অংশে, বিশেষত রাজৌরি, মিরপুর এবং বর্তমানে পাকিস্তান শাসিত অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও শিখকেও হত্যা করা হয়। কিন্তু এটাও বাস্তব যে আরএসএস-এর দ্বারা মুসলমানদের গণহত্যার নেপথ্যে সেখানকার প্রশাসনের স্পষ্ট সমর্থন ছিল।। আমস্টার্ডাম ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল হিস্ট্রির ফেলো ইদ্রিস কান্ট ১৯৪০-এর দশকের কাশ্মীরের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, ডোগরা সরকার এই ঘটনার নথি নষ্ট করে দেশভাগের সময়কার এই ভয়াবহ গণহত্যাকে চাপা সমন্বিত চেষ্টা চালিয়েছিল। ''দ্য হিস্টোরিক্যাল রিয়েলিটি অফ দ্য কাশ্মীর ডিসপিউট'' বইয়ের লেখক পিজি রসুলের মতে, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও কাশ্মীরি নেতা শেখ আবদুল্লাহ যখন জম্মুতে মুসলিমদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন তখন তাদের এই ''মর্মান্তিক ঘটনা'' সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তখন তারা নীরব ছিলেন। মি. রসুল বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তারা ভেবেছিলেন কাশ্মীর হারালেও জম্মু তাদের হাতে থাকা উচিত এবং এর একমাত্র উপায় হলো সেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা'। বেদ ভাসিনের মতে মহারাজার ভীষ্মের সফরের পরে, পুঞ্চের কিছু অঞ্চলে যেমন পালান্দারি, বাগ এবং সুধৌতিতে গণহত্যা চালানো হয়য়। এরপরই ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়া সৈন্যরা মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে সদ্য স্বাধীন দুই দেশ- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধসহ বেশ কয়েকটা ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। এইভাবে কাশ্মীর নিয়ে সংঘাতেরও সূত্রপাত হয়। জম্মু হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পরে, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে খাইবার পাখতুনখোয়া) থেকে উপজাতি মিলিশিয়ারা কাশ্মীর আক্রমণ করে। জম্মুর অনেক মুসলিম পারিবারিক সম্পর্ক ছিল কাশ্মীরের সঙ্গে। উপজাতি বাহিনী কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডোগরা সেনাবাহিনী জম্মুর দিকে পালিয়ে যায়। হরি সিং দিল্লির সঙ্গে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকশন স্বাক্ষর করেন। এরপর ওই উপজাতি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দিল্লি থেকে সেনা পাঠানো হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা এই লড়াই শেষ পর্যন্ত প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দিকে পরিচালিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লি এবং ইসলামাবাদ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। সেই সময় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত ছিল। তবে দুই দিকের কাশ্মীরিরাই ছয়ই নভেম্বর এই হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করেন।

বাংলার-গর্ব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৬-১৮৮৬) হিন্দু সংস্কারক ও আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণিদেবী দেবতা বিষ্ণুর অপর নামানুসারে পুত্রের নাম রাখেন গদাধর। এই গদাধরই পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এটি তাঁর আশ্রমী নাম। বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা হলেও শিক্ষার প্রতি গদাধরের মনোযোগ ছিল না। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অপরদিকে শৈশবেই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় দিব্যভাব। তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি; কথিত আছে রামায়ণ-মহাভারতের পালা একবার শুনেই তিনি মুখস্থ আওড়াতে পারতেন। পিতার নিকট থেকে তিনি ধর্মীয় শ্লোক শিখেছিলেন; গ্রামের কথকদের নিকট থেকে শেখেন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী এবং পুরীগামী তীর্থযাত্রীদের নিকট থেকে শেখেন ধর্মগীতি।

পিতার মৃত্যুর পর অগ্রজ রামকুমার কলকাতার ঝামাপুকুরে নিজস্ব টোলে গদাধরের পড়ার ব্যবস্থা করেন। পরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রামকুমার পূজার ভার পেলে গদাধর অগ্রজের সঙ্গে মন্দিরে স্থান পান। অল্পকাল পরে রামকুমারের মৃত্যু হলে পূজার দায়িত্ব পড়ে গদাধরের ওপর। এখানে কালীমূর্তির পূজায় ভক্তিগীতি গাওয়ার সময় তিনি প্রায়শই অচেতন হয়ে পড়তেন। কালক্রমে এখানেই কালীসাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। তিনি স্ত্রী সারদা দেবীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন, যা অচিরেই তাঁকে 'আধ্যাত্মিক জননী' পদে উন্নীত করে। এভাবে গদাধর সর্বব্যাপিণী চৈতন্যরূপিণী দেবীর দর্শন লাভ করেন।

সাধনমার্গ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে গদাধরকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়, কিন্তু তাতে তেমন ফলোদয় হয়নি; সাধনমার্গ ব্যতীত জাগতিক শিক্ষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পায়নি। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন।

এতে তাঁর কালীসাধনার সুযোগ পান। তিনি দাবি করতেন, দেবী কালীর হাতেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয় এবং সকল দেবদেবীর একত্ব সম্পর্কে তিনি বিশ্বমাতার নিকট থেকে ধারণা লাভ করেন। তাঁর বারো বছরের তপস্যা জীবনে তিনি দু'জন গুরুর দীক্ষা লাভ করেন। তাঁরা হলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরী। ভৈরবী তাঁকে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং তোতাপুরী শিক্ষা দেন বৈদান্তিক সাধনা সম্পর্কে। দীক্ষা লাভের পর তাঁর নাম হয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন।

তাঁর মতে সকল ধর্মেই জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর উপলব্ধি। ধর্মসমূহের পথ ভিন্ন হলেও সকলেরই উদ্দিষ্ট এক ও অভিন্ন ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ। তাঁর ভাষায় 'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ', অর্থাৎ ধর্মীয় মত ও পথ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক। তিনি প্রথাগত সন্ন্যাসীদের মতের সঙ্গে একমত ছিলেন না বা তাঁদের মতো পোশাকও পরতেন না। এমনকি তিনি স্ত্রী সারদা দেবীকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকগুরু। ধর্মের কঠিন তত্ত্বকে সহজ করে বোঝাতেন তিনি। ঈশ্বর রয়েছেন সকল জীবের মধ্যে, তাই জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা- এই ছিল তাঁর দর্শন। ধর্মীয় সম্প্রীতিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) তাঁরই ধর্মীয় আদর্শ জগদ্বাসীকে শুনিয়ে গেছেন, যার ফলে রামকৃষ্ণের এই জীবসেবার আদর্শ অর্থাৎ মানবধর্ম আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

রামকৃষ্ণের উদার ধর্মীয় নীতির প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবাদর্শে মোহগ্রস্ত অনেক শিক্ষিত যুবক ভারতীয় আদর্শে ফিরে আসেন। তিনি যেমন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের কাছে যেতেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গও তাঁর নিকট আসতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষসহ আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

রামকৃষ্ণের সাধনাস্থান দক্ষিণেশ্বর এখন অন্যতম তীর্থস্থান। তাঁর মতে ঈশ্বরলাভ জীবনের পরম উদ্দেশ্য। আর এজন্য গভীর নিষ্ঠা নিয়ে সাধনা করতে হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত নামক গ্রন্থে তাঁর উপদেশাবলি বিধৃত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনা করে ফরাসি মনীষী রমাঁরলাঁ রামকৃষ্ণ সম্পর্কে এক বৃহদাকার জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর অপর একখানি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ।

রামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একদল নিবেদিত তরুণ সন্ন্যাসী রেখে যান, যাঁরা পরবর্তীকালে 'রামকৃষ্ণ মতবাদ' গড়ে তোলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বিবেকানন্দ স্বয়ং।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্কলারশিপ প্রদানের দাবিতে ওবিসি কর্পোরেশনের সামনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। ছবি নিজস্ব।

মার্কিন অর্থ বরাদ্দ আইন অনুযায়ী পাকিস্তানের জন্য ৩৩ মিলিয়ন ডলার সাহায্য স্থগিতের প্রস্তাব

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি: ২০২৬ অর্থবছরের জন্য মার্কিন অর্থ বরাদ্দ আইন অনুযায়ী পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত অংশ বিশেষ অর্থ সহায়তা স্থগিত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এটি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে দাখিলকৃত আইনপত্রের টেক্সট থেকে জানা গেছে।

আইন অনুযায়ী, পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৩৩ মিলিয়ন ডলার স্থগিত থাকবে, যতক্ষণ না মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কংগ্রেসকে রিপোর্ট দেন যে ডঃ শাকিল আফ্রিদি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন খুঁজে বের করতে মার্কিন সহায়তা দেওয়ার জন্য সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত।

এই বিধানটি দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া শিরোনামের অধীনে রাখা হয়েছে, যেখানে পাকিস্তানকে আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুক্ত করে কংগ্রেসের কঠোর নজরদারি রয়েছে, বিশেষ করে নিরাপত্তা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে।

একই শাখায় আইনটি তালিবানকে কোনো সহায়তা না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আইন অনুযায়ী, এই আইন বা পূর্ববর্তী আইন দ্বারা প্রযোজ্য কোনো তহবিল তালিবানকে সহায়তার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

আইনটি দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে মানবাধিকার সম্পর্কিত বড় নীতি সম্পর্কিত দিকনির্দেশও যুক্ত করেছে। চীনের কর্মকর্তাদের জন্য ভিসা সীমাবদ্ধতা আরোপের নির্দেশ রয়েছে, যদি মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থাকে যে তারা তিব্বতের জনগণের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত ছিলেন।

এই আইন, আর্থিক পরিষেবা এবং সাধারণ সরকার এবং জাতীয় নিরাপত্তা, রাজ্য বিভাগ, এবং সম্পর্কিত প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাক্ট, ২০২৬, ১২ জানুয়ারি প্রতিনিধি টম কোল দ্বারা দাখিল করা হয়েছে এবং হাউস কমিটি অন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন্স ও কমিটি অন দ্য বাজেটে পাঠানো হয়েছে। এটি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত মার্কিন সরকারের কার্যক্রম চালানোর জন্য একটি বৃহৎ অর্থায়ন প্যাকেজের অংশ।

আইনটি জাতীয় নিরাপত্তা, কূটনৈতিক কার্যক্রম এবং পররাষ্ট্র দফতরের প্রশাসিত বিদেশী সহায়তা প্রোগ্রামগুলোকে আচ্ছাদিত করে। অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দ ও বিধিনিষেধ একাধিক শিরোনামে বিভক্ত, এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা আইনপত্রের সংযুক্ত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ক্ষেত্রে, আইনটি স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক ও আইনি শর্তের সঙ্গে মার্কিন সহায়তা সংযুক্ত করার চলমান প্রবণতা প্রতিফলিত করছে। পাকিস্তানের শর্তটি সবচেয়ে নির্দিষ্ট, যেখানে অর্থ মুক্তির শর্ত সরাসরি পররাষ্ট্র সচিবের শংসাপত্রের সঙ্গে যুক্ত।

ডঃ আফ্রিদি ২০১১ সালের মার্কিন অভিযানের আগে পাকিস্তানের আবোটাবাদে আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের অবস্থান নিশ্চিত করতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য করেছিলেন। তার কারাবাস মার্কিন-পাকিস্তান সম্পর্কের একটি সংবেদনশীল বিষয় হয়ে আছে।

কংগ্রেস বারবার পাকিস্তানের প্রতি সহায়তা সীমিত বা শর্তযুক্ত করতে অর্থ বরাদ্দ আইন ব্যবহার করেছে, বিশেষত সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এই অঞ্চলের সঙ্গে নিয়মিত সংযুক্ত রয়েছে।

জয়পুরে ৭৮তম আর্মি ডে পালনের জন্য আয়োজন করা হলো মহাকাব্যিক প্যারেড

জয়পুর, ১৫ জানুয়ারি: ৭৮তম আর্মি ডে উপলক্ষে আজ জয়পুরে একটি মহাকাব্যিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। জগৎপুরার মহল রোডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস, শৃঙ্খলা এবং আধুনিক সামরিক ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়। সুসজ্জিত সেনা ইউনিটগুলো সালাম দেওয়ার মঞ্চের সামনে মার্চ পাস করে তাদের সাহসিকতা ও পেশাগত উৎকর্ষতা প্রদর্শন করে।

প্যারেডে সেনাবাহিনীর আধুনিক যুদ্ধ সক্ষমতার চমকপ্রদ প্রদর্শনী হয়, যার মধ্যে ছিল দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, উন্নত ট্যাঙ্ক, সামরিক যানবাহন, ড্রোন এবং এন্টি-এয়ার ও এন্টি-ট্যাঙ্ক অস্ত্র। বিভিন্ন রেজিমেন্টের সৈন্যরা অংশগ্রহণ করে তাদের স্বতন্ত্র ইউনিফর্ম, ঐতিহ্য এবং যুদ্ধে দক্ষতা প্রদর্শন করে। নেপাল আর্মি ব্যান্ডও অংশগ্রহণ করে, যা দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে তুলে ধরে। ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, হেলিকপ্টার ভিত্তিক অস্ত্র প্ল্যাটফর্ম এবং রোবোটিক কুকুর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে দর্শকদের নজর কাড়ে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, যার মধ্যে ছিল রাজস্থানের কালবেলিয়া এবং গাইর নৃত্য, অনুষ্ঠানে বিশেষ রঙ যোগ করে। গভর্নর হরিভাউ বাগদে, মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা, উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তারা এবং বড় সংখ্যক নাগরিক এই প্যারেড প্রত্যক্ষ করেন।

আর্মি ডে উদযাপনের অংশ হিসেবে আজ সন্ধ্যায় এসএমএস স্টেডিয়ামে "শৌর্য সন্ধ্যা" অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং অংশগ্রহণ করবেন। শহরে দুপুর ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত যান চলাচল সহজ রাখতে বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে এসআইআর শুনানি শিবিরে হিংসা, আইনি পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি: মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুনানি শিবিরে হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে আইনি পদক্ষেপ শুরু করল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় বিডিও অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। সিইও দফতর আরও জানিয়েছে, ঘটনার বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও)-এর কাছ থেকে এফআইআরের কপি তলব করা হয়েছে। কমিশনের তরফে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রের অভিযোগ, ওই শুনানি শিবিরে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মনিরুল ইসলামের উপস্থিতিতেই। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে এখনও কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ঘটনায় সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ও শুনানি শিবিরের কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। দোষীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

ভেনেজুয়েলা সম্পর্কিত লিকার শনাক্ত ও জেলে; ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে একটি সরকারি লিকার (তথ্য ফাঁসকারী) যিনি ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুক্ত, তাকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে জেলে রয়েছেন। ট্রাম্প এই মন্তব্যগুলি করেছেন হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের সামনে, পাশাপাশি তিনি ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়ন ও তেলের সরবরাহের বিষয়েও আলোকপাত করেছেন।

ট্রাম্প বলেছেন, "লিকারকে খুঁজে পাওয়া গেছে, তিনি জেলায় আছেন এবং সম্ভবত দীর্ঘ সময় জেলায় থাকবেন।" তিনি উল্লেখ করেন যে এই ব্যক্তি ভেনেজুয়েলা সম্পর্কিত তথ্য ফাঁসের সঙ্গে যুক্ত এবং এই ঘটনা "গুরুতর" ছিল। তিনি আরও জানান যে কর্তৃপক্ষ এখনও অন্যান্য সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের পরে আছে। আরও কেউ থাকতে পারে, এবং আমরা আপনাদের জানাবো, ট্রাম্প বলেন। আমরা তাদের গতিবিধির পিছুতে রয়েছি।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের কাছে লিকারের নাম, কোন তথ্য ফাঁস হয়েছে বা তিনি কোন সংস্থায় কর্মরত ছিলেন এসব প্রকাশ করেননি। গ্রেফতারির সময় সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যও সরাসরি জানাননি।

ট্রাম্পের এই মন্তব্য এসেছে যখন তিনি ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গেও প্রশ্নের মুখে পড়েন। ভেনেজুয়েলার নিরাপত্তা শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সহযোগিতায় অনিচ্ছার ইঙ্গিত সম্পর্কে জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, "আমাদের সঙ্গে? তারা ইতোমধ্যেই আমাদের ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল দিয়েছে।" এটি ইঙ্গিত করে যে সম্প্রতি ভেনেজুয়েলা থেকে তেলের সরবরাহ বা কোনো চুক্তি হয়েছে।

ট্রাম্প আরও বলেছেন যে তিনি দিন শুরুতেই ভেনেজুয়েলার এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। "আমি নং এককে জানি," তিনি বলেন, যদিও কর্মকর্তা বা তার নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন, "আজ আমরা একটি দীর্ঘ এবং দারুণ কথোপকথন করেছিলাম, এবং তিনি একজন চমৎকার ব্যক্তি।" ট্রাম্প আরও জানান যে পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও সেই সংযুক্তয়েও জড়িত ছিলেন।

ট্রাম্প বলেন, কথোপকথনটি বিভিন্ন ইস্যু কভার করেছে এবং তিনি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে সম্পর্ক "খুব ভালোভাবে চলছে।" তিনি অভিযোগগুলোহীন মন্তব্য করে বলেছেন যে তিনি মনে করেন দুই দেশের সম্পর্ক ইতিবাচক দিকেই যাচ্ছে।

সাংবাদিকদের দ্বারা জিজ্ঞেস করা হলে ভেনেজুয়েলার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করতে অনিচ্ছার সম্পর্কিত মন্তব্যের ব্যাপারে তিনি উদ্বেগ উপেক্ষা করেছেন এবং আলোচনা চলাকালীন কোন নিষেধাজ্ঞা শিথিলকরণ বা অনুপ্রেরণা বিষয়টি আলোচ্য ছিল কি না, সে বিষয়ে মন্তব্য করেননি।

ট্রাম্প এই ভেনেজুয়েলা ইস্যুকে সাম্প্রতিক সময়ের মার্কিন প্রভাব প্রদর্শনের ডাক দেয়া ঘটনাসমূহের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, উল্লেখ করে যে প্রশাসন তারা দৃঢ়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

সিঙ্গাপুর পুলিশ জানালো মদ্যপ অবস্থায় লাইফ জ্যাকেট না পরায় ডুবে মারা গেছেন জুবিন গার্গ

গুয়াহাটি, ১৫ জানুয়ারি: জনপ্রিয় ভারতীয় গায়ক জুবিন গার্গ (৫২) ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ সিঙ্গাপুরের লাজারাস দ্বীপের কাছে পানিতে ডুবে মারা যান। বুধবার সিঙ্গাপুর পুলিশ কোরোনারের আদালতে জানিয়েছে, তিনি ইয়ট ভ্রমণের সময় অত্যধিক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং লাইফ জ্যাকেট পরতে অস্বীকার করেছিলেন।

প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গার্গ উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবের জন্য সিঙ্গাপুরে ছিলেন। প্রায় ২০ বন্ধু ও সহকর্মীর সঙ্গে তিনি মারিনা অ্যাট কেপেল বে-তে 'ক্রেজি মনকি' ইয়টে চড়েন। এই সময় গোষ্ঠীটি জিন, হুইস্কি, গিনেস স্টাউটসহ বিভিন্ন মদ্যপান করেন এবং স্ন্যাকস গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গার্গ একাধিকবার মদ্যপান করেছিলেন।লাজারাস এবং সেন্ট জন দ্বীপের মধ্যে ইয়ট নোঙর করার পর, গার্গ প্রথমে একটি বড় লাইফ জ্যাকেট পরে সাঁতার কাটেন, কিন্তু পরে তা খুলে ফেলেন। ক্লান্ত হয়ে তিনি ইয়টে ফিরে আসেন এবং ছোট লাইফ জ্যাকেট পরতে অস্বীকার করেন। এরপর একা লাজারাস দ্বীপের দিকে সাঁতার কাটতে যান, যদিও ক্যাপ্টেন তাকে একাধিকবার স্মরণ করিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে ফিরে আসার জন্য চিৎকার করলেও তিনি পানিতে অচেতন হয়ে পড়েন। তাকে মুখোমুখি অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ইয়টে সিপিআর দেওয়া হলেও, ৫:১৫ পিএম-এ সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

প্রাথমিক মৃত্যুপরীক্ষায় ডুবে যাওয়াকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে। তার শরীরে উচ্চ রক্তচাপ এবং মৃগীর ওষুধের উপস্থিতি ধরা পড়েছে, তবে অন্য কোনো নিষিদ্ধ ওষুধ পাওয়া যায়নি। উদ্ধারকালে যে আঘাত হয়েছিল, তা উদ্ধারকাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভারত-উরুগুয়ে সম্পর্ক: মন্টেভিডিওতে দূতাবাস খোলার সিদ্ধান্তে উরুগুয়ের উষ্ণ প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি: ভারত-উরুগুয়ে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে ভারতের মন্টেভিডিওতে দূতাবাস খোলার পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছে উরুগুয়ের ভারতের রাষ্ট্রদূত আলবার্টো আন্তোনিও গুয়ানি আমারিলা। তিনি বলেছেন, এই নতুন পদক্ষেপ উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেবে।আমারিলা আইএএনএসকে বলেন, আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আছি, যখন আমাদের সম্পর্ক ইতিমধ্যেই ৭৫ বছর পূর্ণ করেছে। ভারত সম্ভবত জুন মাসে মন্টেভিডিওতে দূতাবাস খোলার পরিকল্পনা করছে, এবং আমরা আশা করছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর সেই সময় উরুগুয়েতে সফর করবেন।বর্তমানে আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আইরেসে ভারতের দূতাবাস উরুগুয়ের জন্য সহযোজিত। উরুগুয়ের দূতাবাস রয়েছে নিউ দিল্লিতে এবং মুম্বাইয়ে একটি সম্মানজনক কনস্যুলেট।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আমারিলা বলেন, তিনি একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা। তিনি বিশ্ব দক্ষিণের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, এবং আমরা গর্বিত যে তিনি এই বিষয়গুলো নিয়ে খেয়াল রাখছেন।উরুগুয়ে ভারতীয়দের জন্য ভিসা সহজীকরণের কথাও বিবেচনা করছে। আমারিলা বলেন, আমরা চাই ভারতীয়দের উরুগুয়েতে ভ্রমণ সহজ হোক। মার্চ মাসে দিল্লিতে আমাদের রাজনৈতিক আলোচনার সময় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।উরুগুয়ে ভারতের জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করছে। তিনি বলেন, আমরা ভারতের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। তবে নতুন সদস্যদের ভেটো পাওয়া উচিত নয়।

অসমে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৬৮০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ

গুয়াহাটি, ১৫ জানুয়ারি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বুধবার জানিয়েছে, অসমে তিনটি প্রকল্পের জন্য ৬৮০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পগুলো জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন, স্কুল শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং শাসন ও জনসেবা সরবরাহ শক্তিশালীকরণকে লক্ষ্য করে আয়োজিত হয়েছে।ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, মোট অর্থের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ ৩৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে 'অসমে ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট হিল রোডস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে'। এই প্রকল্পে রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে জলবায়ু-সহনশীল রাস্তা নির্মাণ করা হবে, যা উপজাতি ও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে। প্রায় ১, ৯০,০০০ মানুষের যাতায়াত সময় কমানো হবে। প্রকল্পের আওতায় উন্নত পরিবহন কেন্দ্র, ট্রাক বে, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সুবিধা, ট্যাক্সি ও বাস স্ট্যান্ড এবং ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং পয়েন্টও নির্মাণ করা হবে।পরবর্তী ২৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে 'স্কুল এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট ওয়েলবিয়িং প্রকল্পে'। এর লক্ষ্য আসামের দুই মিলিয়নের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত ফলাফল উন্নত করা। এছাড়াও ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী প্রায় দুই মিলিয়ন কিশোর-কিশোরীকে জীবনদক্ষতা প্রশিক্ষণ, চাকরিমুখী শিক্ষা, হালনাগাদ পাঠ্যক্রম এবং বহুভাষিক শিক্ষার সহায়তা প্রদান করা হবে।বাকি ৮০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে 'আসাম গভর্নেন্স অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রোগ্রামে'। এই কর্মসূচি সার্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, সম্পদ বরাদ্দ উন্নত করা, নাগরিক ও ব্যবসায়ীর জন্য প্রশাসনিক সেবা উন্নত করা এবং রাজ্যের তথ্য ও ডিজিটাল সিস্টেম উন্নয়নকে লক্ষ্য করে আয়োজিত।

ড্রাগন রান ১.০'-এর পরিকল্পনা নিয়ে সিকিম মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন-এর বৈঠক

গ্যাংটক, ১৫ জানুয়ারি: সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিংহ তামাং বৃহস্পতিবার তৃতীয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কমান্ড্যান্ট রিংজিং চোপেল রাই নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীকে 'ড্রাগন রান ১.০ — ওয়ান রান, ওয়ান স্পিরিট' অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন।আয়োজকরা জানান, এই অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে এবং এটি টেমি টি গার্ডেনের মনোরম রুট বরাবর বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব করেন 'ওয়াক অ্যান্ড টক' নামে একটি চ্যারিটি অংশ যোগ করার, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

ড্রাগন রান ১.০ 'ডিসকভার টেমি গ্রুপ', 'লায়ন্স ক্লাব' এবং 'সিকিম মণিপাল বিশ্ববিদ্যালয়'-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে আয়োজিত হচ্ছে এবং এটি ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী আয়োজকদের এই উদ্যোগের সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানান।

উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে ঘন কুয়াশার জন্য কমলা সতর্কতা জারি আইএমডির

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি: উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে ঘন থেকে অতিঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আজ দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ঘন থেকে অতিঘন কুয়াশার সম্ভাবনার কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন হিমাচল প্রদেশ, বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, উপ-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, অসম, মেঘালয় এবং সিকিমের কিছু কিছু জায়গায় ঘন কুয়াশা দেখা দিতে পারে।

আইএমডি আরও জানিয়েছে, আজ দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়ে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহের কারণে যান চলাচল ব্যাহত হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

থাইল্যান্ডের ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে শোকপ্রকাশ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : থাইল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ও আহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থাইল্যান্ডের জনগণ ও সরকারের প্রতি সমবেদনা জানায়।

স্থানীয় প্রশাসনের সূত্রে জানা গেছে, নাখন রাচাসিমা প্রদেশে একটি নির্মাণাধীন হাই-স্পিড রেল সেতুর ক্রেন ভেঙে পড়ে যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ জনে। এই দুর্ঘটনায় প্রায় ৭০ জন আহত হয়েছেন।বিদেশ মন্ত্রক এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ প্রকাশিত বিবৃতিতে জানিয়েছে,

১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে থাইল্যান্ডের নাখন রাচাসিমায় ঘটে যাওয়া ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ও আহতের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এই দুঃসময়ে থাইল্যান্ডের জনগণ ও সরকারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে, যখন ব্যাংকক থেকে উবন রাতচাথানি প্রদেশগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ওপর হাই-স্পিড রেল প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত একটি নির্মাণ ক্রেন ভেঙে পড়ে। নাখন রাচাসিমার গভর্নর চাইওয়াত চুয়েনকোসুম এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে রেললাইন স্বাভাবিক করতে থাইল্যান্ডের স্টেট রেলওয়ের প্রায় সাত দিন সময় লাগতে পারে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।এর আগে থাইল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পরিবহণমন্ত্রী ফিফাট রাচাকিটপ্রাকার্ন জানান, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় ও ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে স্বচ্ছ ও বিস্তৃত তদন্ত চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।থাই সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট রেলপথ অংশের প্রধান ঠিকাদার সংস্থা ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট পিএলসি দুর্ঘটনার দায় স্বীকার করে একটি বিবৃতি জারি করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব তারা বহন করবে। এই দুর্ঘটনায় গোটা থাইল্যান্ড জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলা চন্দ্রমহলে তিপ্রা মথা দলের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

এগিয়ে আসুক যুব সমাজ

হরলাল দেবনাথ, সিধাই মোহনপুর পশ্চিম ত্রিপুরা।

বর্তমান বিজ্ঞান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মানবিকতার ক্ষেত্রের মানুষের ব্যাপক অবনতি হয়েছে। যে কারণে মানুষ মানব ধর্ম হারিয়ে পশুর ধর্মাবলম্বিত হয়েছে। এরফলে আজ মানব সমাজে গড়ে উঠেছে অরণ্যরাজ। অর্থাৎ বৈরী রাজনীতির এক নতুন পরিবেশ। এই পরিবেশে আক্রান্ত মানুষ যেমন হারিয়েছে মান ইজ্জতের ভয়, তেমনি হারিয়েছে মানবতার পরিচয়। পশুর মত মানুষের সমাজে অবাধ অন্যায় আচরণ। নারী নির্যাতন, শিশু কন্যা বা বালিকা ধর্ষণ, খুন, সন্ত্রাস, অপহরণের মতো বৈরী রাজনীতি। নেহরুর শাসনকাল থেকে বর্তমান শাসনকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশ পরিচালনার কথা অতীতে কেউ ভাবেনি। বর্তমানেও কেউ ভাবছে না।

এভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে জাত অজ্ঞাত ছোট বড় সকলেই দলীয় ভিত্তিতে এক দলের মানুষ অন্য আরেক দলের মানুষের বিরুদ্ধে গণবণ্টন অধিকারের উপর যেভাবে সংবিধান বিরোধী আচরণ চলছে, এতে মানুষের প্রতি মানুষের যেমন আন্তরিকতা বিচ্ছিন্ন হতে চলছে, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিবেশেরও অবনতি হচ্ছে। নির্বাচন মুহূর্তে ভোটের জন্য একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে। কার্যক্ষেত্রে সকলের ভূমিকা এক। এই রাজনীতি পরিবর্তন করতে হলে নেতৃত্বের পরিবর্তন করতে হবে। দল পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের লাভহয়নি আর হবেও না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা গণতন্ত্র ও গণবন্টন অধিকারের উপর আঘাত করে, তারা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, মানবতার শত্রু, ধর্মের শত্রু। তারা দেশ পতনের মূল নায়ক। এদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করতে আধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবাদে প্রতিষ্ঠিত উন্নত চিন্তাশীল মানুষ দ্বারা এই মুহূর্তে একটা আদর্শ সংগঠনের প্রয়োজন। সেই সংগঠনের কথা প্রথম ভাবতে হবে সাধারণ মানুষ। কারণ রাজনীতি হচ্ছে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা করার একটা ক্ষেত্রস্থল। এই ক্ষেত্রস্থলে নেতা নির্বাচিত হয় সাধারণ মানুষের ভোটের দ্বারা। এরজন্য ক্ষেতে ভালো ফসল ফলাতে হলে যেমন ভালো কৃষকের প্রয়োজন হয় তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রশাসন সঠিখ পথে পরিচালনার জন্য ভালো নেতৃত্বের প্রয়োজন। নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মানুষ ছাড়া দল পরিবর্তন সাধারণ মানুষের হয়রানি ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই নয়। স্বাধীনতার ৭৫ বছর বয়সোত্তীর্ণ বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যা দেখা যাচ্ছে তা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। যে ভারতবর্ষ সাধু, মহাপুরুষ বা পরমপুরুষের জন্মভূমি। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও যুধিষ্ঠির মহারাজদের মতো ধার্মিক নীতিবাদী মানুষের ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের পবিত্রতা ধ্বংস হয়েছে শুধু একমাত্র নৈতিকতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের অভাবে। দেবত্ব পুকুরের মাছ যেমন দেওয়ানা হয়ে যায় সেই মাছ মানুষ খেতে পারে না, তেমনি কেন্দ্র থেকে উন্নয়নের টাকা রাজ্যে আসলে ঘোটালা হয়ে যায়। সেই টাকা সমষ্টিগত উন্নয়নকাজে সার্বিকভাবে ব্যবহার হয় না। কথায় আছে বেল পাকলে কাকের আশা নেই। গাছে যকন বেল পাকে তখন কাঠবিড়াল খায়। কাক চেয়ে থাকে। সেইরূপ পরিস্থিতি চলছে বর্তমানে। যারা নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে তারা কাঠবিড়ালের ভূমিকা পালন করছে। আর যারা নেতৃত্ব তৈরী করছে তারা কাকের ভূমিকায় রয়েছে অর্থাৎ বিড়ালকে শুটকির ভাও দেখার দায়িত্ব দিলে যা হয়, তা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি। বিজ্ঞান উন্নতির পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এইসব ক্ষেত্রে যতোটা উন্নতির প্রয়োজন ছিল ততোটা উন্নয়ন হয়নি। উপযুক্ত নেতৃত্ব দ্বারা উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে মান্ধাতা আমলের নিয়ম নীতিতে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে উন্নয়ন ক্ষেত্রে মানুষ সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে যুগোপযুগ তত্ব প্রাউট অতি দ্রুত বাস্তবমুখী করতে হবে। তা না করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাহীন রাজনৈতিক দলগুলোর আঞ্চলিক দলের লেজ ধরে দিল্লির মসনদ দখল করা এটা সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ নয়। বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকট মুহূর্তে একদিকে হয়েছে দেশের কালো টাকা উদ্ধারের নামে সাদা টাকা বাতিল। অন্যদিকে রয়েছে করোনার আক্রমণ, তাছাড়া দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কৃষকের প্রতি সরকারের দৃষ্টিহীন ভূমিকা। এসব কারণে আগামী দিন অর্থনীতি আরও বিশাল ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো বা নতুন পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত সাহসী, একদল নেতৃত্ব তৈরি হতে হবে। এরজন্য দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতে হবে যুব সমাজকে। সেই দৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে প্রাউটিস্ট সর্ব সমাজ সমিতি।

ডাবের জল কি ও আর এস এর বিকল্প ?

হু অনুযায়ী ও আর এস এ সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, গ্লুকোজ নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। যা শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি মেটায়। ডিহাইড্রেশনের সমাধান ও আর এস । কী কী থাকে ডাবের জলে? বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী ডাবের জলে খুব বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, অল্প পরিমাণে থাকে সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, প্রাকৃতিক শর্করা , প্রচুর জল। ব্যায়ামের পর বা হালকা ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে ডাবের ভুমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

বাহ্যিক সৌন্দর্য হোক কিংবা শরীরের ভেতরের যত্নডাবের কোনও তুলনা নেই। আপনি যদি নিয়মিত ডাবের জল খান, তাহলে খাবার হজম হবে ভালভাবে, শরীরে মেদ জমবে না, ব্রণ বা কালো দাগ কমে গিয়ে ত্বক ফিরে পাবে উজ্জ্বলতা।

ডাবের জলে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি যা শুধু ত্বক নয়, চুলের গোড়া মজবুত রাখতেও সাহায্য করে। এমনকী, নখ ভেঙে যাওয়া, ঠোঁট ফাটা, ঠোঁটের কালচে ভাবসব কিছুরই সমাধান রয়েছে ডাবের জলে। তবে ডাবের জলকে কি ও আর এস এর বিকল্প বলা চলে? কি বলছে চিকিৎসাবিজ্ঞান? হু অনুযায়ী ও আর এস এ সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, গ্লুকোজ নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। যা শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি মেটায়। ডিহাইড্রেশনের সমাধান ও আর এস । কী কী থাকে ডাবের জলে? বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী ডাবের জলে খুব বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, অল্প পরিমাণে থাকে সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, প্রাকৃতিক শর্করা, প্রচুর জল। ব্যায়ামের পর বা হালকা ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে ডাবের ভুমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ডাবের জলে সোডিয়াম থাকে কম। ও আর এস এ সোডিয়াম থাকে বেশি। আবার ডাবের জলে পটাশিয়াম থাকে বেশি, ও আর এস এ নির্দিষ্ট পরিমানে থাকে পটাশিয়াম। ডাবে গ্লুকোজের পরিমাণ কম, ও আর এস এ সীমিত। ডাবের জলে সমস্যা কোথায়?

ডাবের জলে সোডিয়াম থাকে কম পরিমাণে, তবে ডায়রিয়া বা বমি হলে সব থেকে বেশী প্রয়োজন সোডিয়ামের। কী বলছেন চিকিৎসকরা? হু-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ডাবের জল হালকা ডিহাইড্রেশনে সহায়ক, কিন্তু গুরুতর ডিহাইড্রেশন বা ডায়েরিয়ার ক্ষেত্রে ও আর এস এর বিকল্প হওয়ার সম্ভাবনা ডাবের নেই। চিকিৎসকদের মতে -শুধু ডাবের জলের ওপর নির্ভর করলে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। তীব্র ডায়েরিয়া, বারবার বমি, শিশু বা বয়স্কদের ডিহাইড্রেশন, অসুস্থতার পর শরীর খুব দুর্বল হলে ডাবের জল নয়, হু অনুমোদিত ও আর এস এর ব্যবহার জরুরি।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুখ তেতো লাগার কারণ কি

এক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ড.কুমার পার্থ, বলেছেন যে সকালে মুখে তিক্ত স্বাদ অধিকাংশই হজম বা পেটের সমস্যা থেকে হতে পারে। বিশেষত গ্যাস্ট্রাইটিস বা অ্যাসিড রিফ্লাক্স এর কারণে যেখানে পেটে থাকা অ্যাসিড উপরের দিকে উঠে মুখে তেঁতো ভাব তৈরি করতে পারে। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, রাতে দেরিতে না খেতে। খাবার খাওয়ার পরেই না শুয়ে পড়তে। ড.কুমার পার্থের মতে হালকা খাবার খাওয়া উচিৎ। বারবার অল্প করে খাবার খেতে হবে। এই পরামর্শ গুলো মেনে চললে সাধারণ হজমের সমস্যা কমতে পারে , ফলে কমবে মুখের তেঁতো ভাবের সমস্যাও। কম বেশি সকলেরই সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মুখ তেতো লাগে। যতোক্ষণ না ব্রাশ করা হয় কিছুতেই ঠিক হয় না স্বাদ। কারও ক্ষেত্রে বেশি আবার কারও ক্ষেত্রে কম। অনেকের মনেই প্রশ্ন আসে সকালে মুখ তেতো হওয়া কি লিভারের সমস্যার লক্ষণ? সকালে মুখ তেঁতো হওয়ার পিছনে কী কী কারণ থাকতে পারে ? কী বলছেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে জানা যায় মুখ তেতো হওয়ার সাথে লিভারের সমস্যার কোনও সম্পর্ক নেই। স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, সকালে মুখে তিক্ত স্বাদ অনুভবের প্রধান কারণ হতে পারে ডিহাইড্রেশন ঘুমের পর মুখে জল না থাকায় শরীরের লালারস কমে গিয়ে স্বাদ বদলে যেতে পারে।

ঘুমের সময় পাকস্থলী থেকে অ্যাসিড বা পিত্ত উপরের দিকে উঠে আসলে মুখের স্বাদ তিক্ত হয়ে যায়। দাঁত ও মাড়ির ব্যাকটেরিয়া ও ঠিক করে ব্রাশ না করে ঘুমালে জমা খাবার থেকে তিক্ত স্বাদ হতে পারে। কিছু ওষুধ ও সাপ্লিমেন্ট মুখে স্বাদ বদলে দিতে পারে।

এক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ড.কুমার পার্থ, বলেছেন যে সকালে মুখে তিক্ত স্বাদ অধিকাংশই হজম বা পেটের সমস্যা থেকে হতে পারে। বিশেষত গ্যাস্ট্রাইটিস বা অ্যাসিড রিফ্লাক্স এর কারণে যেখানে পেটে থাকা অ্যাসিড উপরের দিকে উঠে মুখে তেতো ভাব তৈরি করতে পারে। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, রাতে দেরিতে না খেতে। খাবার খাওয়ার পরেই না শুয়ে পড়তে। ড.কুমার পার্থের মতে হালকা খাবার খাওয়া উচিৎ। বারবার অল্প করে খাবার খেতে হবে। এই পরামর্শ গুলো মেনে চললে সাধারণ হজমের সমস্যা কমতে পারে , ফলে কমবে মুখের তেঁতো ভাবের সমস্যাও। মুখে তেতো স্বাদ হওয়া লিভারের সমস্যার কারণ না হলেও কখন বুঝবেন সমস্যার রয়েছে আপনার লিভার? চোখ বা ত্বকগুলো হলুদ হয়ে যাওয়া জন্ডিসের লক্ষণ। এছাড়া বমি বমি ভাব বা বুকে জ্বালা, দীর্ঘ দিন ক্লান্তি থাকা বা ওজন কমে যাওয়া, পেটের ডানদিকে ব্যথা বা অসুবিধা অনুভব হওয়ার মতো সমস্যা হলে পরামর্শ নিন চিকিৎসকের। চিকিৎসকরা বলছেন মুখে তেতো ভাব হওয়া সাধারণ সমস্যা। তবে গুরুতর অসুবিধা হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বারবার হেঁচকি ! শরীর কি কঠিন রোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে ?

স্ট্রোক, টিউমার, মেনিনজাইটিস বা পার্কিনসন্স রোগের কারণে ডায়াফ্রামের স্নায়ুতে সমস্যা হলে। গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, খাদ্যনালীর প্রদাহ, পেটের টিউমার থাকলে। নিউমোনিয়া, প্লুরিসি (ফুসফুসের আবরণের প্রদাহ)থাকলে, কিডনি ফেইলিওর, রক্তে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা থাকলে, ওভারঅ্যাকটিভ থাইরয়েড থাকলে। কিছু ঔষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলে হেঁচকি হল বিপদ সংকেত। হেঁচকি অনেকের কাছেই বেশ বিরক্তিকর। হঠাৎ হেঁচকি ওঠা সাধারণ বিষয়। ঠান্ডা জল খেলে, তাড়াহুড়ো করে খেলে কিংবা হঠাৎ খুব হাসলে দেখা দেয় হেঁচকি। অনেক সময় নিজে থেকেই শুরু হয়, আবার থেমেও যায়। কিন্তু সমস্যা তখনই, যখন বারবার হেঁচকি ওঠে বা দু'দিনের বেশি সময় ধরে হেঁচকি থামতেই চায় না। চিকিৎসকদের মতে, এগুলো একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় নয়। হেঁচকি আসলে কী? চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় হেঁচকির নাম Hiccups। ফুসফুসের নীচে থাকা শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশি ডায়াফ্রাম হঠাৎ সংকুচিত হলে এবং সেই সঙ্গে স্বরতন্ত্রী আচমকা বন্ধ হয়ে গেলে যে শব্দ হয়, সেটাই হেঁচকি। হেঁচকি ওঠার স্বাভাবিক কারণ কী ,কী? দ্রুত খাবার বা জল পান করা, অতিরিক্ত মশলাদার খাবার খাওয়া, কার্বোনেটেড পানীয় পান করা, মানসিক চাপ বা উত্তেজনা দেখা দিলে, অতিরিক্ত মদ্যপান করলে স্বাভাবিক ভাবে হেঁচকি উঠতে পারে। তবে কখন বুঝবেন হেঁচকি দিচ্ছে বিপদসংকেত? স্ট্রোক, টিউমার, মেনিনজাইটিস বা পার্কিনসন্স রোগের কারণে ডায়াফ্রামের স্নায়ুতে সমস্যা হলে। গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, খাদ্যনালীর প্রদাহ, পেটের টিউমার থাকলে। নিউমোনিয়া, প্লুরিসি (ফুসফুসের আবরণের প্রদাহ) থাকলে, কিডনি ফেইলিওর, রক্তে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা থাকলে, ওভারঅ্যাকটিভ থাইরয়েড থাকলে। কিছু ঔষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলে হেঁচকি হল বিপদ সংকেত। কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন? যদি হেঁচকি ৪৮ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়, বা এর সঙ্গে ওজন হ্রাস, বুকে ব্যথা, ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, বা অন্য কোনও অস্বাভাবিক লক্ষণ থাকে, তাহলে দেরি না করে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি। স্বাভাবিক হেঁচকি কমানোর বেশ কিছু ঘরোয়া উপায় রয়েছে। হেঁচকি শুরু হলে ধীরে ধীরে ঠান্ডা জল খাওয়া, শ্বাস ধরে ১০---১৫ সেকেন্ড থাকা, এক চামচ চিনি খাওয়া এই টোটকাগুলো অনেক সময় উপকারে লাগে। তবে চিকিৎসকদের মত, এই উপায়গুলো দীর্ঘস্থায়ী হেঁচকির দমনে কোনও কাজে লাগে না।

শীতের সবজি ফুলকপির রেসিপি

শীত এখনও সেভাবে জাঁকিয়ে বসেনি। তবু রাতের বেলায় একটা হালকা চাদরের প্রয়োজন পড়ে। এদিকে বাজারে শীতের সব সবজিই উঠতে শুরু করেছে। সেখানে যেমন শাকপাতা রয়েছে, তেমনি ফুলকপিও রয়েছে। এখন সারা বছর সব শাক-সবজি পাওয়া গেলেও শীতের সবজির স্বাদই আলাদা। তা আমরা সবাই জানি। আজ রসনায় শীতের সবজি ফুলকপির রেসিপি থাকছে।

গাজর ফুলকপির দম

উপকরণ- ফুলকপি একটা, গাজর ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজ দুটো (কুচানো), আলু দুটো (ডুমো করে কাটা), টমেটো দুটো, কড়াইশুঁটি অল্প, ধনেপাতা এক আঁটি (কুচানো), নুন-চিনি স্বাদমতো, তেল, হলুদ আন্দাজমতো, মৌরি বা কালোজিরে ফোড়নের জন্য।

প্রণালী- ফুলকপি, আলু ও গাজর ছোট টুকরোয় কাটুন। কড়াইয়ে তেল গরম করুন। মৌরি বা কালোজিরে ফোড়ন দিন। এতে আলু ও গাজর একসঙ্গে ভেজে ফুলকপি ছাড়ুন। সামান্য ভাজাভাজা হলে নুন, হলুদ ও টমেটোকুচি দিয়ে আবার একটু ভাজুন। কড়াইশুঁটি দিন। সেদ্ধ হলে ভাজা আলু ও গাজর দিয়ে সামান্য চিনি ছড়ান। ওপরে ধনেপাতাকুচি দিয়ে নামিয়ে নিন।

দই ফুলকপি

উপকরণ- ফুলকপি একটা (বড়), পেঁয়াজ একটা (বাটা), রসুনবাটা এক চা-চামচ, আদা ১০ গ্রাম (বাটা), টক দই ২০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৩-৪ টে (কুচানো), তেজপাতা দুটো, কিশমিশ ১৫-২০ টা, হলুদ, চিনি, নুন ও গরমমশলা আন্দাজমতো, কড়াইশুঁটি অল্প, সরষের তেল ২০০ গ্রাম।

প্রণালী- ফুলকপি বড় বড় টুকরোয় কাটুন। পেঁয়াজ, আদা, রসুন, দই, তেজপাতা, নুন, চিনি, হলুদ, কিশমিশ ও একশো গ্রাম তেল একসঙ্গে মিশিয়ে এই মিশ্রণ ফুলকপির টুকরোয় মাখিয়ে ঘন্টা দুয়েক রেখে দিন। কড়াইয়ে বাকি তেল দিন। গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে মশলামাখা ফুলকপি দিন। ইচ্ছে হলে তেলের সঙ্গে অল্প ঘি মিশিয়েও দিতে পারেন। একটু নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিন। জল দেবেন না। কপি থেকেই জল বেরোবে আর এতেই কপি সেদ্ধ হয়ে যাবে। নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ফুলকপির কচুরি

উপকরণ- ফুলকপি একটা মাঝারি আকারের, ময়দা ২৫০ গ্রাম, আটা ৫০ গ্রাম, বাদাম ২৫ গ্রাম, আলু দুটো (বড় মাপের), পেঁয়াজ একটা, মৌরি এক চা-চামচ, সরষের তেল ২৫ গ্রাম, ঘি ১০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৩-৪টে, হলুদ আধ চা-চামচ, নুন পরিমাণমতো।

প্রণালী- ফুলকপি ও আলু সেদ্ধ করে নিন। আটা ও ময়দা মিশিয়ে জল দিয়ে মাখুন। মসৃণ করে মেখে লেচি কেটে লুচি তৈরি করে নিন। তেল গরম করে বাদাম ভেজে রাখুন। সেদ্ধ আলু ও ফুলকপি চটকে নিয়ে পেঁয়াজ, লঙ্কাকুচি, মৌরি ও নুন দিয়ে বাকি তেলে ভেজে নিন। এতে বাদামও মেশান। একজোড়া লুচির মধ্যে এই পুর ভর্তি করে লুচির চারধার মুড়ে দিন। ঘিয়ে মুচমুচে করে ভাজুন, গরম গরম পরিবেশন করুন।

ফুলকপির রোস্ট

উপকরণ- ফুলকপি, টমেটো পিউরি, ছানা, কাশ্মিরীলঙ্কাগুঁড়ো, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, গোলাপ জল, ঘি, ফ্রেশক্রিম, নারকেল বাটা, চিনি ও নুন স্বাদমতো, চারমগজ ও কাজুবাটা, আদাবাটা, সাদা তেল।

প্রণালী- প্রথমে একটু ফুলকপি নুন দিয়ে ভাপিয়ে নিন। জলঝরানো ছানা হাত দিয়ে পিষে নিন। এবারে কড়াইতে তেল গরম করে কপিটা হাল্কা ভেজে তুলে নিন। কড়াইতে আরও একটু তেল দিয়ে গরম করে ছানাটা দিয়ে দিন। ছানা হাল্কা ভাজা হলে এতে একে একে নারকেলবাটা, আদাবাটা, হলুদগুঁড়ো, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো, কাশ্মিরীলঙ্কাগুঁড়ো, নুন, চিনি, টমেটো পিউরি, চালমগজ ও কাজবাটা দিয়ে ভালো করে মেশান। এবার ওতে ভেজে রাখা ফুলকপি দিয়ে মশলাগুলো ফুলকপির গায়ে মাখিয়ে দিয়ে কড়াই চাপা দিন ৩ মিনিটের জন্য তবে জল দেবেন না। এবার কড়াইয়ের ঢাকনা খুলে তাতে গোলাপজল ও ক্রিম দিয়ে নামিয়ে নিন ফুলকপির রোস্ট।

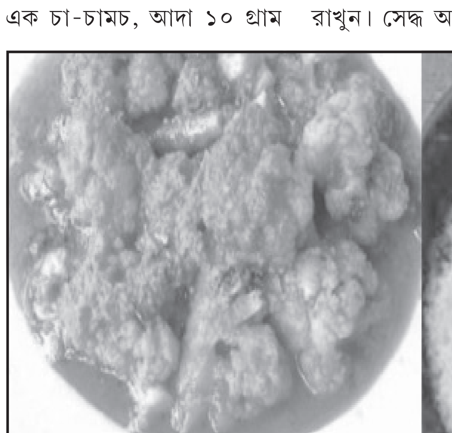

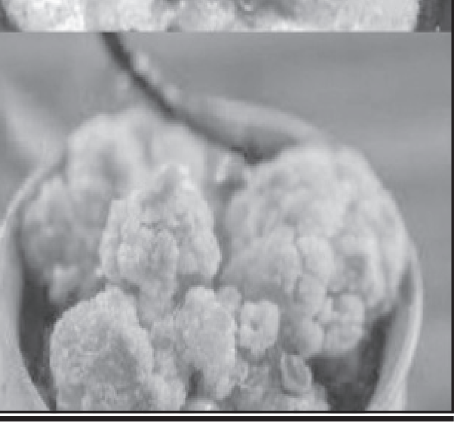

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কথায় বলে, 'রাজনীতি তো রাজার নীতি, আর প্রশাসন সে তো আরও বড়ও গুরু দায়িত্ব'। একজন বড়ও রাজনীতিক কঠোর প্রশাসক হতে পারেন কিন্তু একজন প্রশাসক 'কাঁচা পাকা' রাজনীতিক হন।

কালের যাত্রার ধ্বনিরও মতনই রাজ্য রাজনীতির পট পরিবর্তন হয়। 'পট পরিবর্তন' কথাটা আমরা কম-বেশি পরিচিতি লাভ করি বইয়ের ভাষায়। একটা অঙ্কের চ্যাপ্টার শেষ হবে তো আলফা, বিটা, গামার চ্যাপ্টার শুরু। একইভাবে রাজ্য- রাজনীতিতেও আসে পট-পরিবর্তন। চলে সিংহাসনে বসার রেষারেষি, ঘোড়া কেনাবেচার দর-দাম। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশ ও দশের রাজনৈতিক পটের দিকের তাকালেও সেই কথাই বারংবার মনে করাবে। তা সে রাজ্য হোক বা সমগ্র দেশই হোক। ক্ষমতা ও টাকার খেলায় চলে সিংহাসন লড়াই করার গা-জোয়ারি, যার টাকা আছে ক্ষমতটাও একপ্রকার তাঁর। মনে পরে যায়, সুকুমার সেনের 'গন্ধবিচার' কবিতার লাইন, 'সিংহাসনে বসলো রাজা, বাজলো কাঁসর ঘন্টা, ছটফটিয়ে উঠল কেঁপে মন্ত্রীবুড়োর মনটা'।

বিধানসভা, লোকসভা হোক, স্কুল, কলেজ নির্বাচন বা পুরসভা নির্বাচন জোর যাঁর মূলুক তাঁর। সিংহাসনরতরা এটা ভুলে যায় যে, দেশ কোনও বাউন্ডারি নয়, দেশ এটা সমুদ্র। যাঁর আদি আছে অন্ত নেই। মানুষের জীবনে নিত্য সমস্যার কোনও শেষ নেই, নিত্যপণ্যের উর্দ্ধমূল্যে জনতা-জনাদর্ন আজ নাজেহাল। গ্যাসের দাম ৫০ টাকা করে বাড়তে বাড়তে আজ ৮৯২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। আমাজন সহ একাধিক নামি দামি কোম্পানি আজ চাকরি ছাটছে । একশ্রেণির হাতে কাজ নেই অথচ সেইদিকটা বাত্য, অথচ ভেকভণিতা বেশি, চাটুকারিতা অতিমাত্রায়। ভাগ্যের চাকা ঘরে, দিন-রাত্রি হয়, কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কী পাও ! দাঁড়ি পাল্লার ওজনদারির পাল্লা ক্রমশঃ যেন ভারী হয়ে উঠে। দূষিত বাতাসে নাগিনীরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ক্রমাগত। ঘোড়দৌড়ের মাঝে চলে প্রতিশ্রুতির পাল্টা প্রতিশ্রতি। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা বিচার করলে আর ঠিক কতক্ষণ ! মানুষ ভোট দেয়, কারণ তাঁদের আশা-আকাঙ্খা থাকে। আর ভাগ্য নির্ধারণ হয় রাজনৈতিক নেতাদের! কিন্তু দিন শেষে দেখা যায়, 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'। আশা নিরাশার মাঝে আরও এক ভোট এসে গেল। বলা চলে, বাজলো ভোটের ঘণ্টা !

ঘুমের মধ্যে কথা বলা মানেই শুধু অসুস্থতা নয়

ঘুমের মধ্যে কথা বলাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে somniloquy বলা হয়। এক্ষেত্রে ঘুমের সময় কেউ জোড়ে কথা বলেন, কেউ করেন শুধু বিড়বিড়। কেউ বলেন অর্থহীন শব্দ। আবার কেউ সম্পূর্ণ কথোপকথন পর্যন্তও করে থাকেন। ঘুমন্ত ব্যক্তি কথা বললেও তিনি জানেন না কী বলেছিলেন এবং পরেও তাঁর কিছুই মনে থাকে না। কখন এটাকে স্বাভাবিক বলে ধরেন চিকিৎসকরা?

রাতে ঘুমের ঘোরে অনেকেই কথা বলেন। ঘুমের ঘোরে কথা বলা কি স্বাভাবিক? অনেকে ঘুম থেকে উঠেই পাশের জনের থেকে শোনেন রাতের বেলা বেশ কথা বলেছিলেন। রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে কথা বলেন জেনে ভয়ে থাকেন অনেকেই। আদপেও কি ভয় পাবেন ঘুমের মধ্যে কথা বলাতে? কী বলছেন গবেষকরা? তাঁদের মতে সাধারণত ঘুমের মধ্যে কথা বলা স্বাভাবিক। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হতে পারে। কেন ঘুমের মধ্যে কথা বলার প্রবণতা দেখা যায় জানেন? ঘুমের মধ্যে কথা বলাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে somniloquy বলা হয়। এক্ষেত্রে ঘুমের সময় কেউ জোড়ে কথা বলেন, কেউ করেন শুধু বিড়বিড়। কেউ বলেন অর্থহীন শব্দ। আবার কেউ সম্পূর্ণ কথোপকথন পর্যন্তও করে থাকেন। ঘুমন্ত ব্যক্তি কথা বললেও তিনি জানেন না কী বলেছিলেন এবং পরেও তাঁর কিছুই মনে থাকে না। কখন এটাকে স্বাভাবিক বলে ধরেন চিকিৎসকরা? ঘুম নিয়ে গবেষণা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে জানে গিয়েছে অধিকাংশ মানুষ জীবনে অন্তত একবার ঘুমের মধ্যে কথা বলে থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৬০-৬৫ শতাংশ মানুষ জীবনে একবার হলেও এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যান। এটি সাধারণত ক্ষতিকর নয়।

তবে শিশুদের মধ্যে এটি বেশ সাধারণ বিষয়। কখন এটি অসুস্থতার লক্ষণ হতে পারে?

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঘুরে-ঘুরে বা নিয়মিত ঘুমের মধ্যে কথা বললে, ঘুমের মধ্যে কথা বলা ছাড়াও যদি ঘুমের মধ্যে হাঁটা, হঠাৎ বেশি পরিমাণে কথা বলা শুরু হলে , ঘন্টার পর ঘন্টা এক নাগাড়ে কথা বললে,ঘুমের মধ্যে চিৎকার বা হাত পা ছোড়ার মত লক্ষণ দেখা দিলে আর ই এম সকালে ঘুম থেকে উঠে ক্লান্তি বা মাথাব্যথা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কেন হয় এই সমস্যা?

কর্মচারী নিয়োগ ও স্থির বেতন অসাংবিধানিক। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ কার্যকরের দাবিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সাংবাদিকসম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

ইডি অভিযানে হস্তক্ষেপের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অভিযোগ করেছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও ধারাবাহিক ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে সংবিধিবদ্ধ সংস্থার আইনানুগ কার্যক্রম চলাকালীন সংশ্লিষ্ট স্থানে ঢুকে পড়েছেন।কলকাতায় রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক---এর দপ্তরে গত সপ্তাহে ইডির অভিযানে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। আই-প্যাক তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) হয়ে রাজনৈতিক পরামর্শের কাজ করে। ইডির আবেদনে ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা এবং দক্ষিণ কলকাতার ডিসিপি প্রিয়ব্রত রায়।ইডির পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ও অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু আদালতে জানান, এটি একটি অত্যন্ত ভয়াবহ ধারা নির্দেশ করছে। অতীতেও দেখা গেছে, যখনই কোনও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ তাদের আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে, মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট স্থানে ঢুকে পড়েছেন।

সলিসিটর জেনারেল আরও বলেন, ডিরেক্টর ও কমিশনার তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। পুলিশ আধিকারিকরা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ধর্নায় বসেছিলেন। সিবিআই-এর যুগ্ম পরিচালকের বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছিল, পাথরও ছোড়া হয়।এদিকে, আই-প্যাক মামলার শুনানিকালে গত শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তারও তীব্র নিন্দা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই দিন আদালতকক্ষে ব্যাপক হট্টগোলের জেরে বিচারক শুনানি মুলতুবি রাখতে বাধ্য হন এবং বলেন, অত্যন্ত বড় ধরনের অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে।সলিসিটর জেনারেল মেহতা সুপ্রিম কোর্টে বলেন, শুনানির সময় বিপুল সংখ্যক আইনজীবী ও অন্যান্য মানুষ আদালতে ঢুকে পড়েন। গণতন্ত্রের জায়গায় যখন জনতার শাসন কায়েম হয়, তখন এমনটাই ঘটে। এর জবাবে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে, কলকাতা হাইকোর্টে যা ঘটেছে, তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সওয়াল করে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও রকম বাধা সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেন, ইডি অভিযানের সময় আই-প্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের একটি ল্যাপটপ ও তাঁর ব্যক্তিগত আইফোন নেওয়া হয়েছিল।কপিল সিবালের বক্তব্য, দুপুর ১২টা ০৫ মিনিট পর্যন্ত কোনও বাজেয়াপ্তকরণ হয়নি। প্রতীক জৈনের ল্যাপটপে নির্বাচনের সংক্রান্ত তথ্য ছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুধু সেই ল্যাপটপ এবং ব্যক্তিগত আইফোন নিয়ে যান। এ ছাড়া আর কিছু নয়। কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। ইডির নথিতেই তা লেখা রয়েছে।তিনি অভিযানের সময় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন, নির্বাচনের ঠিক আগে কেন এই অভিযান? কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় শেষ বয়ান রেকর্ড করা হয়েছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ। তার পর এতদিন ইডি কী করছিল? নির্বাচনের মাঝখানে হঠাৎ এত তৎপরতা কেন? আই-প্যাকের কাছে বিপুল পরিমাণ দলীয় তথ্য রয়েছে, তা তারা জানত। সেই তথ্য হাতিয়ে নিলে আমরা কীভাবে নির্বাচন লড়ব? চেয়ারম্যানের সেখানে যাওয়ার অধিকার ছিল। ভিডিও দেখালে সব মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে। আমরাও অত্যন্ত বিচলিত।

CLAIMENT NOTICE

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Amal Das, Fr, I/C, FPU, Pecharthal the Offence Report No.14/FPU-PTL/2025-26 dated, 02/01/2026 and vide his office letter No.F.03/FPU-PTL/2025-26/162-63 dated, 07/01/2026 that on 02/01/2026 at about 10::30 PM during the time of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. vehicle bearing registration No.TR-02L-1781, Chassis No.MA1-RA2TTKP1G58545, Engine No.TTPIG34375 (Bolero Max Pick-up) from Pecharthal near Forest Drop Gate, Petharthal to Kanchanpur Road with loaded over 2700 kgs Homalomena aromatic raw (Ghandhaki) without permission of the authority, which apparently procured illegally

AND WHEREAS, It has been reported by Sri Amal Das, Fr. 1/C, FPU, Pecharthal has checked and seized the said vehicle registration No. TR-02L-1781, Chassis No.MAI-RA2TTKPIG58545. Engine No.TTPIG34375 (Bolero Max Pick-up) from Pecharthal near Forest Drop Gate, Petharthal to Kanchanpur Road and brought to the FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(89)/For/FP-86/14469 dated, 09.06.1987 of the Forest Department, Govt. of Tripura and No.F.7(310)/For/FP-2016/25701-747 dated, 15.11.2016 of the Additional Secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of Section-52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle No.TR-02L-1781, Chassis No.MAI- RA2TTKP1G58545, Engine No.TTPIG34375 (Bolero Max Pick-up) from Pecharthal near Forest Drop Gate, Petharthal to Kanchanpur Road for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 41, 42 & 51, 52(A) & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.

NOW THEREFORE, It is hereby brought to the notice of the legal owner(s) of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Kumarghat) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding law full ownership of the said seized vehicle. If the owner(s) or his's/ her's/ their's authorized representative failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period to the undersigned, the decision regarding confiscation of the seized vehicle alongwith seized forest produces shall be taken ex-parte. Till such time the vehicle along with seized produce will remain under safe custody at FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal.

Issued under my Seal & Signature this day on 15/01/2026.

[A. Datta, TFS]
Authorized Officer
SDFO, Kumarghat

ICA/D-1792/25-26

পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

স্বেচ্ছায় রক্তদান, জীবনদান

* মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান করুন।
* খ্যালাসেমিয়া ও ক্যান্সার রোগী, যারা রক্তাল্পতায় ভোগেন এবংমহিলাদের প্রসবকালীন জটিল সমস্যায় রক্তের প্রয়োজন হয়।
* রক্তদানে সক্ষম একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় যে অতিরিক্ত রক্ত থাকে সেই অতিরিক্ত রক্তের সামান্য অংশই রক্তদানের মাধ্যমে দান করা হয়ে থাকে।
* ১৮ থেকে ৬০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সুস্থ সবল পুরুষ তিনমাস অন্তর অন্তর এবং মহিলারা চারমাস অন্তর অন্তর স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে পারেন।
* শুধুমাত্র রক্তদান শিবিরেই নয়, যে কোনও নিকটবর্তী হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়েও নিয়মিত ব্যবধানে রক্তদান করতে পারেন।
* স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সংগঠন বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজন করার জন্যসদস্য সচিব, ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরাএই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৫৮০০৪৭১২ নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা tsbtc10agt@gamil.com ইমেইল করুন অথবা ৭০০৫৪৬১৮৩৩ এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেঅনুরোধ পাঠিয়ে রক্তদান শিবির আয়োজনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন।

(ডাঃ অমন দাস)
অধিকর্তা পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকার
গোর্খাবস্তি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-1790/25-26

৮.৫২ কোটি টাকার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট জালিয়াতি, ধৃত দুই

নয়াদিল্লি: ১৫ জানুয়ারি : সেন্ট্রাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (সিজিএসটি) দিল্লি দক্ষিণ কমিশনারেটের অ্যান্টি-এভিয়েশন শাখা পণ্যের প্রকৃত প্রাপ্তি ছাড়াই ১৯৯.৯০কোটি টাকার ভুয়ো চালানের মাধ্যমে প্রায় ৮.৫২ কোটি টাকার অযোগ্য ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি) জালিয়াতির জন্য মূল অভিযুক্ত ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি প্রধান ব্যবসায়িক কার্যালয়, অতিরিক্ত স্থান এবং আবাসিক ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায় যে, একাধিক স্থাপনা বন্ধ বা কার্যত অস্তিত্বহীন, যেখানে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত সীমিত।

সিজিএসটি আইন ২০১৭এর ৭০ ধারা রেকর্ড করা বিবৃতিতে জানা যায় যে , ব্যবসার কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে মালিকের পিতার নিয়ন্ত্রণে ছিল। জাল আইটিসি দাবি করার বিষয়টি তারা স্বীকার করেছে। ধৃত ব্যক্তিরা অর্থাৎ মালিক এবং তার পিতা এই কর ফাঁকি দেওয়ার প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই অপরাধ সিজিএসটি আইন, ২০১৭-এর ১৩২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য। ধৃত ব্যক্তিদের ডিউটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছে এবং ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

তহবিলের প্রবাহ খুঁজে বের করতে এবং সম্ভাব্য অতিরিক্ত সুবিধাভোগী চিহ্নিত করতে তদন্ত চলছে।

সিকিমের গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদান

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ।। সিকিমের গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের শর্তহীন অনুদানের প্রথম কিস্তি হিসেবে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য ৬৪৩.৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বরাদ্দ রাজ্যের যোগ্য ৫টি জেলা পঞ্চায়েত এবং ১৯৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য খরচ করা হবে। এছাড়াও, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের শর্তহীন অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তির আটকে রাখা অংশ থেকে অতিরিক্ত ১৭.৫০ লক্ষ টাকা একটি জেলা পঞ্চায়েতের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

ভারত সরকার পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এবং জল শক্তি মন্ত্রকের (পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগ) মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান (পিআরআই)/গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান রাজ্যগুলিকে প্রদানের সুপারিশ করে থাকে, যা পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অনুদান একটি আর্থিক বছরে দুটি কিস্তিতে সুপারিশ ও প্রদান করা হয়। এই অনুদানগুলি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান (পিআরআই)/গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলি সংবিধানের একাদশ তফসিলে উল্লিখিত ২৯টি বিষয়ের অধীনে, বেতন এবং অন্যান্য সংস্থাপন খরচ ব্যতীত, স্থান-নির্দিষ্ট অনুভূত চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করা হবে। শর্তাধীন অনুদানগুলি নিম্নলিখিত মৌলিক পরিষেবাগুলির জন্য ব্যবহার করা যাবে। এগুলি হল- (ক) স্যানিটেশন এবং উন্মুক্ত শৌচমুক্ত অবস্থা বজায় রাখা, যার মধ্যে বিশেষত গৃহস্থালীর বর্জ্য ও মানব বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা এবং মলমূত্র স্লাজ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং (খ) পানীয় জল সরবরাহ, বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং জল পুনর্ব্যবহারে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

For and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in Two Bid System is hereby re-invited from bonafide fish farmers & Fishery Co-operative society, Fishery Entrepreneurship, SHGS for supply of Mixed Major carp Fingerlings (7 cm& above size) to Karbook Sub-Division of the State of Tripura for implementation of Action Plan and different pisciculture scheme during 2026-27.
through online bidding on the website https://tripuratenders.gov.in

TIME SCHEDULE OF TENDER

Estimated quantity (in NO'S.)	Estimated Tender Value (Rs.)	Critical Date & Time	
7.00 lakh, quantity of fingerlings may increase or decrease.	Rs.8.40 lakh (Rupees Eight Lakh Forty thousand.) only	Tender e-Publication date	16.01.2026 at 11.00 Hours
		Document download start date	17.01.2026 from 12.00 Hours
		Bid Submission start date	20.01.2026 from 12.00 Hours
		Document download end date	09.02.2026 up to 15.00 Hours.
		Bid Submission end date	09.02.2026 up to 16.00 Hours.
		Tender Opening Date	11.02.2026 at 11.00 Hours

All the above-mentioned times are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in.
The bid documents, terms & conditions, instructions to bidder and other details related to e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in.
All future modification/Corrigendum/Addendum, if any will be published only on the above website.
Intending bidders can participate on the bidding through online e-procurement website https://tripuratenders.gov.in only.

Sd/-
(A. Debbarma)
Supdt. of Fisheries
Karbook Sub Division

ICA/C-3846/25-26

PNIe-T NO- 15/EE/DWS/AGT-II/2025-26 Dated-13/01/2026

The Executive Engineer, DWS Division, Agartala-II, PWD(DWS), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	DNIe-T No. 51/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2025-26	9,70,643.00	19,413.00	120 Days	1,000.00
2	DNIe-T No. 52/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2025-26	9,70,643.00	19,413.00	120 Days	1,000.00
3	DNIe-T No. 53/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2025-26	9,69,513.00	19,383.00	180 Days	1,000.00
4	DNIe-T No. 54/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2025-26	9,65,119.00	19,302.00	180 Days	1,000.00

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e- 13/01/2026
Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 20/01/2026 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 20/01/2026 on or after 15.30 hours..
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

(Er. K. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

ICA/C-3841/25-26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 20/EE/WRD-I/e-tender/2025-26. Dated:- 13/01/2026.

The Executive Engineer, Water Resource Division No-I, Kunjaban, Agartala, Tripura West, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway on 21-01-2026 upto 3:00 PM & Tender may likely to be opened on 21-01-2026 at 4:00 PM (if possible) for the following works through e-procurement portal:-

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Moeny	Time for Completion
1	DNIeT No. 95/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	9,50,804.00	19,016.00	06(Six) Months
2	DNIeT No. 96/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	9,55,242.00	19,105.00	06(Six) Months
3	DNIeT No. 97/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	8,36,927.00	16,739.00	06(Six) Months
4	DNIeT No. 98/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	8,72,022.00	17,440.00	12(Twelve) Months
5	DNIeT No. 99/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	8,70,330.00	17,407.00	12(Twelve) Months
6	DNIeT No. 100/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	8,99,845.00	17,997.00	12(Twelve) Months
7	DNIeT No. 101/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	9,64,188.00	19,284.00	12(Twelve) Months
8	DNIeT No. 102/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	9,17,118.00	18,342.00	01(One) year
9	DNIeT No. 103/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	5,83,487.00	11,670.0	06(Six) Months
10	DNIeT No. 104/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	6,38,256.00	12,765.00	06(Six) Months
11	DNIeT No. 105/EE/WRD-I/DNIeT/ 2025-26	7,86,689.00	15,734.00	15(Fifteen) days

1. Last date & time for online Bidding:- 21/01/2026 upto 3:00 PM.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 21/01/2026 at 4:00 PM (if possible)

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

(Er. Arindam Chakraborty),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-I,
Kunjaban, Agartala, Tripura

ICA/C-3835/25-26

শীর্ষ আদালত 'জানা নায়ক'-এর সার্টিফিকেটের জন্য প্রযোজকের আবেদন খারিজ, মাদ্রাজ হাই কোর্টের শুনানি ২০ জানুয়ারি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি: শীর্ষ আদালত বৃহস্পতিবার তামিল সিনেমা 'জানা নায়ক'-এর প্রযোজক কর্তৃক দায়ের করা বিশেষ ছাড়ের আবেদন খারিজ করেছে। প্রযোজক চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড-কে নির্দেশ দেওয়া হোক সিনেমার মুক্তির জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করতে।

আদালতের বেঞ্চন্যায়াধীশ দীপঙ্কর দত্ত ও অগাস্টিন জর্জ মাসিহউল্লেখ করেছেন যে, মাদ্রাজ হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ইতিমধ্যেই বিষয়টি দেখছে এবং আগামী ২০ জানুয়ারি এ আপিলের শুনানি হবে।

"আমরা হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নই। ডিভিশন বেঞ্চ অবশ্যই ২০ জানুয়ারি আপিলের সিদ্ধান্ত দেওয়ার চেষ্টা করবে," বলেছেন বেঞ্চ। প্রযোজককে কোনো তাতণিক সুরাহা দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, ৯ জানুয়ারি, মাদ্রাজ হাই কোর্টের একক বিচারক বেঞ্চ প্রযোজকের আবেদন মঞ্জুর করে সিবিএফসি-কে ড্ড/ঙ১৬ৃ সার্টিফিকেট প্রদানের নির্দেশ দেন। তবে একই দিন সিবিএফসি ডিভিশন বেঞ্চের কাছে জরুরি আপিল করে এবং সেই নির্দেশ স্থগিত হয়।

ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করেছে যে একক বিচারক আদেশ দেওয়ার সময় সিবিএফসি-কে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারা প্রযোজকদের উল্লিখিত মুক্তির তারিখ ৯ জানুয়ারি নিয়ে হাই কোর্টে অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করেছে।

বিতর্কের মূল কারণ হলপরীক্ষামূলক কমিটির একজন সদস্যের আপত্তি সত্ত্বেও বাকি সদস্যরা নির্দিষ্ট কিছু সংশোধনী সহ ড্ড/ঙ১৬ৃ সার্টিফিকেট প্রদানের সুপারিশ করেছিলেন।

'জানা নায়ক' সিনেমা বিশেষ নজর কেড়েছে কারণ এটি অভিনেতা-রাজনীতিবিদ ভিজয়ের রাজনীতিতে পুরো সময়ের প্রবেশের আগে শেষ সিনেমা।

ভুয়ো নথিতে ৩৫ লক্ষ টাকার ঋণ জালিয়াতি, ব্যাঙ্কের এজেন্ট গ্রেফতার

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ভুয়ো নথি দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ৩৫ লক্ষ টাকার গৃহঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করার অভিযোগে এক ব্যাঙ্ক এজেন্টকে গ্রেফতার করল লালবাজারের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি দমন শাখা। ধৃতের নাম তবরেজ খান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঋণ জালিয়াতির মূল অভিযুক্তদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন তিনি।

পুলিশ আগেই এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছিল। তদন্তে উঠে আসে, অভিযুক্তরা পরস্পরের যোগসাজশে ভুয়ো নথি তৈরি করে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের গৃহঋণ আদায় করে নেয়।

হেয়ার স্ট্রিট থানায় গত ২৮ জুন ওই বেসরকারি ব্যাঙ্কের আধিকারিক সইফ আলি বিলাল একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে কয়েক জন ব্যক্তি জাল নথি জমা দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ৩৫ লক্ষ টাকার গৃহঋণ নেয়। কিন্তু ঋণ নেওয়ার পর কোনও কিস্তিই পরিশোধ করা হয়নি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এই জালিয়াতিতে ব্যাঙ্কের এক এজেন্ট সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই তবরেজ খানকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়, ধৃতকে জেরা করে চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও কেউ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় জালিয়াতি রুখতে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে লালবাজার।

সকাল থেকেই কলকাতার পাঁচ জায়গায় সিবিআই হানা, ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় তল্লাশি অভিযান

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলার তদন্তে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতার পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুর, নিউটাউন-সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চলছে।

সকালের প্রথম দিকেই সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা সংশ্লিষ্ট ঠিকানাগুলিতে পৌঁছন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। নিরাপত্তা ঘিরে ফেলা হয় তল্লাশি চলা এলাকাগুলি।প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, কয়েক জন ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

সিবিআই সূত্রের খবর, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ভুয়ো নথি দেখিয়ে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আগেই একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

তদন্তকারীদের দাবি, ওই মামলার সূত্র ধরেই এদিন এই তল্লাশি অভিযান। অভিযুক্তদের আর্থিক লেনদেন, নথিপত্র ও ডিজিটাল প্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তল্লাশি শেষে এই ঘটনায় নতুন করে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেফতার করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে।সিবিআই আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছু জানানো হচ্ছে না। অভিযান শেষ হলে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

বিশ্ব বন্ধু সেন মেমোরিয়াল খেলো ধর্মনগর সিজন-৩’ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জানুয়ারি: ধর্মনগরের ক্রীড়াপ্রেমীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ সফলভাবে সম্পন্ন হলো ‘বিশ্ব বন্ধু সেন মেমোরিয়াল খেলো ধর্মনগর সিজন-৩’ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল। স্থানীয় বিবিআই মাঠে অনুষ্ঠিত হাই-ভোল্টেজ এই ফাইনালে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ টিমকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে নবজাগরণ ক্লাব।

ফাইনালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় নবজাগরণ ক্লাব। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে তারা ২১৭ রানের বিশাল সংগ্রহ তোলে এবং প্রতিপক্ষের সামনে ২১৮ রানের লক্ষ্য ছুঁড়ে দেয়।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপের মুখে পড়ে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ টিম। নবজাগরণ ক্লাবের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত ও ধারাবাহিক আক্রমণের সামনে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে তারা। শেষ পর্যন্ত ১৮ ওভার ১ বলে মাত্র ১৩৬ রানেই গুটিয়ে যায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ টিমের ইনিংস।

এর ফলে বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়ে টুর্নামেন্টের শিরোপা নিজেদের দখলে নেয় নবজাগরণ ক্লাব। খেলা শেষে এক বর্ণাঢ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টকে ঘিরে সারাদিনই বিবিআই মাঠে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় ও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। নবজাগরণ ক্লাবের ইকবাল আহমেদ ৮৯ রান করে এবং দুইটি উইকেট লাভ করে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ইকবাল আহমেদ কে দেওয়া হয়।

রাজ্যে মাথাপিছু আয়

● প্রথম পাতার পর

এখন খাদ্যের জন্য চিন্তা করতে হয় না, প্রায় প্রত্যেকেরই পাকা ঘর রয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা উন্নত শিক্ষা পাচ্ছে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবাও আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী রতন লাল নাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের আধিকারিকরা এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষ।

ডাক্তার দেখাতে গিয়ে নিখোঁজ

● প্রথম পাতার পর

কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য রওনা দেন। দুপুর পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মোবাইলে যোগাযোগ থাকলেও বিকেল তিনটার পর সৌরভীর মোবাইল ফোন সুইচ অফ হয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

সারারাত অপেক্ষার পর পরদিন আত্মীয়-পরিজনদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েও সৌরভীর কোনো সন্ধান মেলেনি। অবশেষে স্বামী করণ কল চুরাইবাড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন।

উল্লেখ্য, নিখোঁজ গৃহবধূর ঘরে তিন বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। ঘটনায় পরিবার সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে করণ কল কাতর আবেদন জানিয়ে বলেন, কোনো সহৃদয় ব্যক্তি যদি তাঁর স্ত্রীর কোনো খোঁজ পান, তাহলে ৯৬১২৯৩৩২৭১ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধানে প্রশাসনের তৎপরতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পরিবার ও স্থানীয়রা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স** : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুকুর থেকে ভেসে উঠলো নিখোঁজ

● প্রথম পাতার পর

খরিন্দ নোয়াতিয়া(৮৫), তার পরিবার সহকারে গত মঙ্গলবার রাতে সোনামড়া বটতলী পৌষ সংক্রান্তি মেলাতে আসেন, রাত্র বারোটা পর্যন্ত সবাই একসাথে থাকলেও বারোটার পরে খরিন্দ নোয়াতিয়াকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোক তন্ন তন্ন করে খুঁজে না পেয়ে সোনামুড়া থানায় একটি নিখোঁজ অভিযোগ করেন।

কিন্তু আজকে মেলাঘর থেকে সোনামুড়া মূল সড়কের সঙ্গে ন্যাংটা দরগা লাগুয়া বড় পুকুরে মৃত অবস্থা ভেসে উঠে বৃদ্ধা খরিন্দ নোয়াতিয়া। প্রথমে এক ব্যক্তি দেখতে পেলেও পরবর্তীকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বিশাল জনতা। খবর দেওয়া হয় মেলাঘর ফায়ার সার্ভিস কে। দ্রুত গতিতে মেলাঘরের ফায়ার সার্ভিস এসে পুকুর থেকে মৃত অবস্থা তাকে তোলে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যায় ।তবে ঘটনা কি, তার কি রহস্য রয়েছে তা উন্মোচন করবে মেলাঘর থানার পুলিশ।

বেঙ্গালুরুতে ডেলিভারি

● প্রথম পাতার পর

পরিবারকেও অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে বাধ্য করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। দীর্ঘ সাত বছর এভাবে চলার পর শাহাজান ও তাঁর পরিবার সামাজিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে দুই পরিবারের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মৃতের পিতা আব্দুল গনির অভিযোগ, বিয়ের কথা উঠতেই তরুণীর পরিবার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তরুণীকে ব্যাঙ্গালোর থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর শাহাজান যোগাযোগের চেষ্টা করলে তরুণীর মা ও পরিবারের সদস্যরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বিয়েতে স্পষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

এই ঘটনার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন শাহাজান। পরিবারের দাবি, নিজেকে নির্দোষ দাবি করে তিনি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে আত্মহত্যার হুমকিও দিয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। এরই মধ্যে গত ১৩ জানুয়ারি ব্যাঙ্গালোরে তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য মিলছে না।

পরে তার সঙ্গে কর্মরত সহকর্মীরাই বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানান এবং বেঙ্গালুরুর স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বাড়িতে দেহ পৌঁছানোর পর থেকেই মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মৃতের পিতা ও পরিবারের সদস্যরা সরাসরি তরুণীর পরিবারকে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করে ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে প্রতিবেশী সমাজসেবী বদরুল হক-সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ান এবং প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও ন্যায়বিচারের আবেদন জানান। সবশেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধর্মীয় রীতি মেনে শাহাজান আলমের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। তবে তার রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে যে প্রশ্ন উঠেছে, তার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এলাকায় শোকের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভও ক্রমশ বাড়ছে।

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ

● প্রথম পাতার পর

তার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কংগ্রেসের অভিযোগ, ২০০১ ও ২০০৪ সালে তৎকালীন সরকারের গৃহীত নীতির ফলে স্থির বেতন ও পাঁচ বছর মেয়াদি চাকরির যে ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক ও শ্রমিক—স্বার্থবিরোধী।

তিনি আরো বলেন, যেসব শিক্ষক ও কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে স্থির বেতনে কাজ করছেন, তাঁদের নিয়মিত বেতনক্রম, বকেয়া ডিএ এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ—সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই সকল কর্মীদের অধিকার সুরক্ষিত করা সরকারের দায়িত্ব ছিল।

প্রদেশ কংগ্রেস আরও দাবি করেছে, স্থায়ী নিয়োগ না করে চুক্তিভিত্তিক ও স্থির বেতনের মাধ্যমে চাকরি প্রদান করার ফলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো দুর্বল হয়েছে। একই সঙ্গে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকারও সমালোচনা করা হয়। কংগ্রেসের বক্তব্য, কেন্দ্রের অনুমোদনের অজুহাতে রাজ্য সরকার নতুন পদ সৃষ্টি ও স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করেনি। অথচ অতীতে একই সরকার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ব্যবহার করে অন্যান্য খাতে ব্যয় করতে পিছপা হয়নি।

প্রদেশ কংগ্রেস অবিলম্বে শিক্ষক ও কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগ, পূর্ণ বেতনক্রম চালু, বকেয়া ডিএ প্রদান এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি, এই দাবিগুলি মানা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথেও নামার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

তিন বছরে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন, তিনি মোট ১৩টি প্রজেক্টে ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৯১ টাকা ব্যয় করে রাজ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন। পরবর্তী সময়ে লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭টি প্রকল্পে মোট ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৬৮ টাকা খরচ করেছেন বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে। ২০১৫ও২৬ অর্থ বছরে ১৫ টি প্রকল্পে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে খরচ হয়েছে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭০৯ টাকা।

সাংসদ আরও জানান, গত লোকসভা অধিবেশন ১- ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। সেই অধিবেশনে মোট ৫৬ টি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তার মধ্যে ১১ টি প্রশ্ন গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে একটি ছিল স্টার প্রশ্ন। সেটি হল স্কলারশিপ স্কিম ফর ট্রাভেলস। এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তিনি লোকসভা অধিবেশনে। বাকি ১০ টি প্রশ্নের রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল।

রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এদিন সাংসদ বলেন, পিএম রিলিফ ফান্ড থেকে ১৪ টি পরিবারের ১৪ সদস্যকে ৩২ লক্ষ ৪০ হাজার ২৫৯ টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে বিগতদিনে। এছাড়াও রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থাও। সাংসদ বলেন, ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে নতুন বছরের শুরুতে। আগরতলা-ধর্মনগর- আগরতলা এক্সপ্রেস ট্রেনে আধুনিক সুবিধাযুক্ত এলএইচবি কোচ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে এই সফর জনসাধারণের জন্য আরও বেশি করে আরামদায়ক ও স্বাচ্ছন্দকর হয়েছে। উন্নত কোচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের স্টেশনগুলির মান উন্নয়ন ঘটছে। আগে স্টেশনগুলি যথেষ্ট জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের প্রত্যেকটি রেল স্টেশন যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রাজ্যের রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাতীয় সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে এসেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে। সেই বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে সেই সকল আধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সাংসদ।

এছাড়াও রাজ্যে বিপুল পরিমাণ পোল্ট্রি মুরগির চাহিদা রয়েছে। সেই চাহিদার জোগান দিতে উড়িষ্যা থেকে পোল্ট্রি ফার্মিং এর জন্য মুরগির ছানা বিমান পথে আনা হতো রাজ্যে। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। ফলে সড়কপথে ছানাগুলি রাজ্যে আনা হলে স্বাভাবিকভাবেই মাংসের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিকে যাতায়াতের সময় প্রচুর ছানা নষ্ট ও হচ্ছে, ফলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহনমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বিমান পথে এই পরিষেবা পুনরায় চালু করার আবেদন জানিয়েছেন। এর ফলে রাজ্যে পোল্ট্রি ফার্মিং এর ভারসাম্য স্বাভাবিক থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট

● প্রথম পাতার পর

দলকে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি তিপ্রা মথা নেতৃত্বকে দিল্লিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী আগামী মাসে তিপ্রা মথার একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে গিয়ে সিবিএসই ও আইসিএসই-র চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়। তিপ্রা মথা নেতৃত্বের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা স্পষ্ট হয়েছে।

এছাড়াও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শরিক দলের বিরুদ্ধে শাসকদলের বিভিন্ন মন্তব্য ঘিরেও আলোচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিপ্রা মথা নেতৃত্ব। তারা দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এগুলি রাজনীতির বিষয়। রাজনীতির খাতিরে শরিক দলের বিরুদ্ধে একাধিক মন্তব্য করা হয়। তবুও তিপ্রা মথার নেতৃত্বগণ বিভিন্ন বিস্ফোরক মন্তব্য থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে ককবরক/কাউ-ব্রু ভাষার জন্য রোমান লিপি ব্যবহারের দাবিতে রাজ্য সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারকলিপিও পেশ করেছে তিপ্রা মথা নেতৃত্ব। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে এই স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার কাছে পাঠানো হয়েছে। স্মারকলিপিতে তিপ্রা মথার মন্ত্রী, বিধায়ক ও এমডিসিদের স্বাক্ষর রয়েছে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ককবরক/কাউ-ব্রু ভাষার জন্য রোমান লিপি গ্রহণ করা সংবিধানসম্মত অধিকার। এতে বলা হয়, রোমান লিপি অস্বীকার করা হলে তা ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ২৯(১) ও ৩৫০এ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী, যেখানে মাতৃভাষা, ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি স্মারকলিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে ১৯৭৯ সালেই ককবরক ভাষা রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরেই ককবরকভাষী জনগোষ্ঠী রোমান লিপি ব্যবহারের দাবি জানিয়ে আসছে। শ্যামা চরণ ত্রিপুরা, কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী ও পাবিত্র সরকার ভাষা কমিশনের রিপোর্টেও ককবরকের জন্য রোমান লিপির সুপারিশ রয়েছে।

স্মারকলিপিতে চার দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছেককবরকের জন্য রোমান লিপিকে সরকারি লিপি হিসেবে স্বীকৃতি, সিবিএসই, আইসিএসই ও টিবিএসই পরীক্ষায় ককবরক বিষয়ের প্রশ্নপত্র রোমান লিপিতে মুদ্রণ, সমস্ত পাঠ্যপুস্তক রোমান লিপিতে প্রকাশ এবং ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ সব সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় ককবরক বিষয়ের ক্ষেত্রে রোমান লিপি ব্যবহার। এই বিষয়ে প্রদ্যোত কিশোর মানিক্য বলেন, ককবরক/কাউ-ব্রু ভাষার ভবিষ্যৎ ও আগামী প্রজন্মের স্বার্থে এই ইস্যুতে সকল টিপরাসা জনপ্রতিনিধির স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া জরুরি। তাঁর মতে, এই প্রশ্নে নীরবতা বা দ্ব্যর্থক অবস্থান রাজনৈতিক মতপার্থক্যের উর্ধে গিয়ে ভবিষ্যতে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের দাবি ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নতুন করে আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়েছে।

স্টাইপেন্ডের দাবিতে ওবিসি

● প্রথম পাতার পর

কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বা সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। এতে পড়াশোনার খরচ চালানো নিয়ে তারা চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন। বিক্ষোভকারীরা জানান, আজকের মধ্যেই স্টাইপেন্ড সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা করতে হবে। অন্যথায় তারা আগামী দিনগুলোতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দপ্তর চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আগরতলা রেল স্টেশনে গাঁজাসহ

● প্রথম পাতার পর

ঘটেছে আগরতলা রেল স্টেশন-এ। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

জনজাতিরা শুধু মাত্র একটা

● প্রথম পাতার পর

করেছে। তিনি বলেন, ডার্লংরা শিক্ষা, সংস্কৃতিতে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে। এই উৎসব ডার্লং সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে।

ঐতিহ্যবাহী থার্লাক কুট উৎসব হলো ডার্লং সম্প্রদায়ের ফসল তোলার উৎসব। এই উৎসবের মাধ্যমে ডার্লং সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত সংস্কৃতি ও একতাকে উর্ধে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, সচিব এল, ডার্লং, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, পুলিশ সুপার সুধান্বিকার আর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য প্রমুখ। এবছর থার্লক কুট উৎসবের থিম হলো ”সময়ের পালক”।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বার্ষিক ক্যালেন্ডারে এখন থেকে থার্লক কুট উৎসবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য জনজাতিদের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। এছাড়াও উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় জনজাতিদের উন্নয়নে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরার মহারাজাকে সম্মান জানাতে আগরতলার বিমানবন্দর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং বিমানবন্দরে ও আগরতলার কামান চৌমুহনিতে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

১৯ আগস্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের ১২টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক (অভিলাষী উন্নয়ন ব্লক) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাজেটের বাইরেও এই সমস্ত অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিতে জনজাতি উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ১০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত ত্রিপুরায় জনজাতি সম্প্রদায়ের ৭ জনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। এরমধ্যে থাংগা ডার্লং একজন। জনজাতিদের সমাজপতিদের জন্য সামাজিক ভাতা ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। জনজাতিদের ঐতিহাসিক জাতিসত্ত্বার পরিচিতি ঘটানোর জন্য বিভিন্ন স্থানের নাম নতুন ভাবে নামকরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকার ফলে ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যে স্থায়ীভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এন.এল.এফ.টি. এ.টি.টি.এফ.-দের অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করিয়ে স্বাভাবিক জীবিনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনটি ডিগ্রি কলেজে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছে। জনজাতি ছাত্রাবাসের খাওয়ার জন্য প্রতিদিন ৫৫ টাকা থেকে ৮০ টাকা করে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩৪ হাজারের উপর ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে। জনজাতি ছাত্রাবাসগুলিতে স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পি.এম. জনমনের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৬৫ হাজারের উপর রিয়াং জনজাতি পরিবারের পরিসুত পানীয়জল, আবাসন, বিদ্যুতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নয়ন করা হয়েছে। এরজন্য ব্যয় করা হয়েছে ৩২২ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, জনজাতিরা শুধু মাত্র একটা সম্প্রদায় নয়, তারা হলেন সংস্কৃতি ও পরিচিতির ভিত্তি। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতিদের কল্যাণে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য ভাষণ রাখেন ডার্লং ইনমে ইনজোমের সভাপতি টিংখুমা ডার্লং। তিনি জানান, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস তার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ডার্লং ইনমে ইনজোম সংস্থাকে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন থার্লাক কুট উৎসব আয়োজনের আহ্বায়ক এইচ, ডার্লং। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ অতিথিগণ উৎসব উপলক্ষ্যে ডার্লং সমাজের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদের প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

অসম নির্বাচন আসন্ন, মাতা

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য সফরের অংশ হিসেবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী উদয়পুর-এ অবস্থিত ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে চলে যান। সেখানে গিয়ে মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়েছেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মায়ের মন্দিরে আসার কোনো কারণ হয়না, দর্শনের উদ্দেশ্যেই তিনি মায়ের মন্দিরে এসেছেন। নতুন রূপে মাতাবাড়ি সেজে উঠার পর এই প্রথম তিনি মাতাবাড়িতে এসেছেন। এরজন্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এতো সুন্দর মায়ের মন্দির গড়ে তোলার জন্যে। তিনি আরো বলেন, সামনেই অসমের নির্বাচন, তার আগে যেকোনো শুভ কাজ শুরুর আগে মায়ের আশীর্বাদ গ্রহন করেন তিনি, সেই লক্ষ্যেই আজকে তিনি মাতাবাড়ীতে দর্শন করেছেন। তবে এই সফরে রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে তিনি আলোচনায় বসবেন না বলেও জানান। তাঁর কথায়, সামনেই অসমের নির্বাচন, এই মুহুর্তে তিনি ত্রিপুরার রাজনীতি নিয়ে ভাবছেন না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, আজ তিনি রাজ্যেই অবস্থান করবেন। আগামীকাল সকালে তিনি অসমের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।

নিয়োগের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

এমপিডাব্লিউ পদে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, বর্তমানে প্রায় ১২০০টি এমপিডাব্লিউ পদ শূন্য রয়েছে। এই শূন্যপদগুলিতে অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতেই তাদের এই আন্দোলন কর্মসূচি।

তারা জানান, একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সদুত্তর না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই রাস্তায় নামতে হয়েছে। এদিন বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত যুবক-যুবতীরা বলেন, দ্রুত নিয়োগ না হলে তাদের ভবিষ্যৎ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাও প্রভাবিত হবে। তাঁরা অবিলম্বে শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানান।

সরকার জনগণের

● প্রথম পাতার পর

দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিগুলোর মধ্যে স্থান অধিকার করেছে। মোদি আরও বলেন, বর্তমানে ভারতের ইউপিআই হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম।

বিশ্ব যখন অভূতপূর্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় গ্লোবাল সাউথের জন্য নতুন পথ রচনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, প্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ ও উদ্বেগ তুলে ধরতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের কথা স্মরণ করে বলেন, ওই সময় গ্লোবাল সাউথের অগ্রাধিকারকে বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হয়েছিল। তিনি জানান, ভারত শুধু নিজের নাগরিকদের জন্য নয়, কমনওয়েলথভুক্ত ও অংশীদার দেশগুলোর জন্যও উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে চায়। এই লক্ষ্যেই ভারত ওপেন-সোর্স প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে, যাতে অন্যান্য দেশও ভারতের মতো ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের সমবায় উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তি এবং বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলন (১৪—১৬ জানুয়ারি) লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের সম্মেলনে ৪২টি কমনওয়েলথ দেশ এবং চারটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংসদ থেকে রেকর্ডসংখ্যক ৬১ জন স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসার অংশ নিয়েছেন, যা-এর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ সমাবেশ। আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে সংসদীয় কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব, নির্বাচনের বাইরেও নাগরিক অংশগ্রহণ এবং সাংসদ ও কর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সংসদীয় সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ভারতের উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সংসদ-সংক্রান্ত তথ্য ও সম্পদের সাহায্যে একটি ব্যবহারবান্ধব ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আঞ্চলিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা সংসদ সদস্যদের সঙ্গে আরও কার্যকর যোগাযোগে সহায়তা করছে।

প্রিসাইডিং অফিসার ও স্পিকারদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মোদি বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণকে যুক্ত রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁরা সেই দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করছেন।

বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে জলবায়ু ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। তিনি বলেন, “এখন গ্লোবাল সাউথের জন্য নির্মাণের সময়। ভারত প্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ জোরালোভাবে তুলে ধরছে এবং নিশ্চিত করছে যে আমাদের উদ্ভাবন পুরো গ্লোবাল সাউথের উপকারে আসে।”

ভারতের সাংস্কৃতিক দর্শনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “সমগ্র বিশ্বই আমাদের পরিবারএটাই আমাদের সংস্কৃতি, যা আমাদের গণতন্ত্র থেকে এসেছে।” কোভিড-১৯ অতিমারির সময় ভারতের মানবিক সহায়তার কথা স্মরণ করে তিনি জানান, ভারত ১৫০টিরও বেশি দেশে ওষুধ ও টিকা সরবরাহ করেছে।

ভারতের গণতন্ত্রের ব্যাপ্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল মানব ইতিহাসের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক অনুশীলন। প্রায় ৯৮ কোটি ভোটার, ৮,০০০-এর বেশি প্রার্থী এবং ৭০০-এরও বেশি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। নারীদের অংশগ্রহণ ছিল নজিরবিহীন। বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রপতিও একজন মহিলা এবং স্থানীয় স্বশাসনে ৫০ শতাংশ নেতৃত্ব নারীদের হাতে।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায়, স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম, ইস্পাত উৎপাদন, বিমান চলাচল, রেল নেটওয়ার্ক এবং কৃষিক্ষেত্রে ভারত বিশ্বনেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে উঠে এসেছেএটাই ভারতের গণতন্ত্রের “লাস্ট মাইল ডেলিভারি”-র প্রমাণ।

তিনি জানান, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম ভ্যাকসিন উৎপাদক এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ উৎপাদক। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এটি ভারতীয় মাটিতে কমনওয়েলথ স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের সম্মেলনের চতুর্থ আয়োজন। মোদি বলেন, ভারত প্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে গ্লোবাল সাউথের উদ্বেগকে শক্তভাবে তুলে ধরছে। তিনি আরও বলেন, ভারতের জি২০ সভাপতিত্বের সময়ও গ্লোবাল সাউথের অগ্রাধিকারকে বৈশ্বিক এজেন্ডার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, এআই ও সোশ্যাল মিডিয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়েছে। তবে এআই এবং সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার মিথ্যা তথ্য, সাইবার ক্রাইম এবং সামাজিক বিভাজনের মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। স্পিকার বলেন, এগুলো মোকাবিলায় সকলের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে।

ওম বিড়লা আশা প্রকাশ করেন, এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা হবে এবং কার্যকর নীতিমালা গৃহীত হবে। তিনি আরও বলেন, সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় সংসদের যাত্রায় জনগণকেন্দ্রিক নীতি ও কল্যাণ আইনগুলো গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। ভারতের ন্যায্য নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিটি নাগরিককে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে এবং এটি জনগণের গণতন্ত্রে আস্থা বৃদ্ধি করেছে।

লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছে এবং বিশ্ব আজ ভারতের দিকে দিশা খুঁজছে। তিনি এআই -এর নৈতিক ব্যবহার, ভুয়ো তথ্য মোকাবিলা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 16-01-2026, 00:22

ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ আয়োজন বোধজং স্কুল এলামনির পুনর্মিলন উৎসবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রতিবছরের মতো এবারও বোধজং স্কুল এলামনির ১৯ তম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ জানুয়ারি, রবিবার সকাল ১০ টা থেকে বোধজং স্কুল প্রাঙ্গনে। এলামনির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানিক সূচনার পর বাৎসরিক ম্যাগাজিন কালক্রম-এর ১৯ তম সংকলনের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হবে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহ প্রদানে যে সকল প্রাক্তনী ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন উনাদের সংবর্ধনা জানানো হবে। বোধজং স্কুলের সমস্ত ক্লাসের প্রথম স্থানাধিকারীদের মেরিট স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। এছাড়া বোধজং স্কুল এলামনির নতুন প্রকল্প বিপিএল অন্ত্যোদয় সাহায্য যোজনার সূচনা হবে। ওইদিন এই মিলন মেলায় প্রাক্তনী ও পরিবার বর্গের জন্য সারাদিনব্যাপী নানা ধরনের আয়োজন যেমন: খেলাধুলা, নাচ গান, অনুষ্ঠান, একত্রে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। নিজ নিজ পরিবার পরিজনসহ পুনর্মিলন উৎসবে অংশ নিতে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বোধজং স্কুলের প্রত্যেক প্রাক্তনীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে এলামনির সভাপতি দিলীপ কুমার পাল, সহ-সভাপতি সুবীর মজুমদার, সম্পাদক ভাস্কর সাহা, কোষাধ্যক্ষ হারাধন পাল, পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি মৃদুল কান্তি রায়, স্পোর্টস সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ সাহা, পুনর্মিলন কমিটির চেয়ারম্যান ইঞ্জি: সুব্রত বণিক, সম্পাদক তথা কার্যকরী সদস্য স্বপন চক্রবর্তী, বিধান চন্দ, সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেটের খেলা ফের আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইতোমধ্যে ছয়টি দলের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত হয়েছে। পরবর্তী রাউন্ডের খেলা ফের শুরু হচ্ছে আগামীকাল (শুক্রবার) থেকে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। অবশিষ্ট প্রতিটি দলই মুখিয়ে রয়েছে মূল পর্বে অর্থাৎ নকআউট পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে। গ্রুপ থেকে পোলস্টার টিকিট পেয়ে গেছে। গ্রুপ-বি থেকে বিসিসি এবং কসমোপলিটন এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে। আগামীকাল থেকে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে কসমোপলিটন খেলবে কাঞ্চনপুরের বিরুদ্ধে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে বিসিসি ও লংতরাই ভ্যালি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। গ্রুপ-সি থেকে মোহনপুর ইতোমধ্যে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। এই গ্রুপ থেকে হার্ভে ও বিলোনিয়া প্রথম জয়ের সন্ধানে আগামীকাল থেকে ধর্মনগরে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একইভাবে ডি-গ্রুপ থেকে ধর্মনগর ও খোয়াই প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে। এই গ্রুপ থেকে উদয়পুর টানা দ্বিতীয় জয় পেয়ে যথারীতি মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। গ্রুপ-ই থেকে তেলিয়ামুড়া এবং অমরপুর দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যে রানীবাজার স্কুল মাঠে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। প্রথম ম্যাচে তেলিয়ামুড়া ৩৮ রানের ব্যবধানে সোনামুড়া কে এবং অমরপুর ১১ রানের ব্যবধানে সংহতিকে পরাজিত করেছে। গ্রুপ-এফ থেকে বিশালগড় দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যে শান্তির বাজারের মুখোমুখি হবে। খেলা মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে শান্তিরবাজার কিন্তু প্রথম ম্যাচে পরাজিত হয়েছিল ১৪৭ রানের ব্যবধানে চলমান সংঘের কাছে। গ্রুপ-জি থেকে ইউনাইটেড বিএসটি ও আমবাসা প্রথম জয়ের লক্ষ্যে মুখোমুখি হবে নীপকো গ্রাউন্ডে। জেসিসি দ্বিতীয় জয় ছিনিয়ে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করতে মৌচাকের বিরুদ্ধে খেলবে বিলোনিয়ায় বিদ্যাপীঠ মাঠে। মৌচাক নিজেদের প্রথম খেলায় কৈলাসহরের কাছে ৭ উইকেটে পরাজিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, গ্রুপ-এফ থেকে চলমান সংঘ, গ্রুপ-জি থেকে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং গ্রুপ এইচ থেকে কৈলাসহর শেষ যোলো-তে স্থান করে নিয়েছে।

বিবৃতি দিয়ে ‘বিতর্কিত’ নাজমুলকে সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিল বাংলাদেশ বোর্ড, তবু ক্রিকেটারদের বয়কটে বন্ধ আরও এক ম্যাচ

ঢাকা।। ক্রিকেটারদের সংগঠনের চাপে আগেই নতিস্বীকার করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বৃহস্পতিবার দুপুরে তারা জানিয়েছিল, বিসিবি-র অর্থ কমিটির সদস্য নাজমুল ইসলামকে সব ধরনের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, নাজমুলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম অর্থ কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’ এমনটাই জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করে এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে বিসিবি সভাপতি অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে নাজমুল ইসলামকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তটি বিসিবির গঠনতন্ত্রের ৩১ অনুচ্ছেদের আওতায় নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের কাজ যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত বিসিবি সভাপতিই অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।” বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “বিসিবির কাছে ক্রিকেটারদের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বোর্ডের আশা, এই কঠিন সময়ে সব ক্রিকেটার বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির স্বার্থে পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, সে দিকে তাঁরা নজর দেবেন।”

যদিও তার পরেও বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের একটি ম্যাচও হয়নি। সকালে নোয়াখালি বনাম চট্টগ্রামের খেলা হয়নি। দু’দলের ক্রিকেটারেরা মাঠে যাননি। ফলে টস করাই যায়নি। সন্ধ্যায় সিলেটের বিরুদ্ধে রাজশাহীর খেলা ছিল। সেই ম্যাচ খেলতেও ক্রিকেটারেরা না যাওয়ায় তা স্থগিত হয়ে যায়।

বুধবার রাতেই ক্রিকেটারদের সংগঠন ‘কোয়াব’ জানিয়েছিল, নাজমুল যদি পদত্যাগ না করেন তা হলে বাংলাদেশে সব ধরনের ক্রিকেট বন্ধ রাখা হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে ‘কোয়াব’। টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাস, টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এবং বিতর্ক যাঁকে দিয়ে শুরু, সেই মুস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন। ‘কোয়াব’ সভাপতি মহম্মদ মিঠুন বলেন, “আমরা একটাই শর্তে মাঠে যেতে পারি। যদি বিসিবি এসে আমাদের বলে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওঁকে (নাজমুল) সরিয়ে দেওয়া হবে, তা হলেই সেটা সম্ভব। যদি উনি থাকেন, তা হলে ম্যাচ বন্ধ থাকার দায় ক্রিকেটারেরা নেবে না। বিসিবি-কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে হবে।” বিসিবি শর্ত মেনে নিলে সন্ধ্যাতেই মাঠে নামার প্রতিশ্রুতি দেন ক্রিকেটারেরা। যদিও তার পরেও সন্ধ্যার ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে।

নাজমুলের পদত্যাগ ছাড়াও ‘কোয়াব’-এর তরফে আরও কিছু বিষয়ে বিসিবি-র হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। তার মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিপিএল থেকে নয় ক্রিকেটারের বাদ পড়া, ঢাকার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দুরবস্থা এবং মহিলা দলের অলরাউন্ডার জাহানারা আলমের যৌন হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। মহিলা ক্রিকেট দলের পরিষেবা বাড়ানোর দাবি করে ‘কোয়াব’।

মিঠুন আরও বলেন, “আমাদের অবস্থান এখনও একই জায়গায় রয়েছে। আমরা ক্রিকেটের বিরুদ্ধে নয়। তবে সব কিছুর একটা সীমা রয়েছে। সেটা কেউ পেরিয়ে গেলে মুশকিল। এ সব ঘটনা গোটা ক্রিকেটঅঙ্গনকে কালিমালিপ্ত করেছে। সকলকে অপমান করা হয়েছে। উনি আইসিসি ট্রফি জেতা থেকে শুরু করে প্রতিটা বিষয়ে আমাদের অপমান করেছেন। ওঁর কাছে বিশ্বকাপেরও কোনও অর্থ নেই। ওঁর কথায় ক্রিকেটের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।”

ক্রিকেটারেরা নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকবেন বুঝে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ১০.৫০ নাগাদ বিসিবি একটি বিবৃতি দেয়। সেখানে তারা জানায়, এক ব্যক্তির মন্তব্যের কারণে ক্রিকেটারেরা যে ক্ষুব্ধ সেটা তারা বুঝতে পারছে। কঠোর হাতে এবং নিয়ম মেনে এই ধরনের ঘটনা সামলানোর আশ্বাস দেওয়া হয়। নাজমুলের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, সে কথাও বলা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের অনুরোধ করা হয়, দেশের গৌরবের কথা ভেবে তাঁরা যেন বিপিএলের ম্যাচ খেলেন। কিছু ক্ষণ পরেই নাজমুলকে কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠায় বিসিবি। তার কয়েক ঘণ্টা পরে সরিয়ে দেওয়া হয় ‘বিতর্কিত’ নাজমুলকে।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ খেলতে না গেলে ক্রিকেটারদের বিসিবি ক্ষতিপূরণ দেবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বুধবার নাজমুল বলেন, “ওরা গিয়ে কিছুই করতে পারে না। তা-ও আমরা ওদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করি। আমরা কি ওদের কাছে টাকা ফেরত চাই?” এ ছাড়াও তিনি বলেন, “বোর্ডই যদি না থাকে, তা হলে ক্রিকেট বা ক্রিকেটারেরা থাকবে কী করে?” তাঁর এই মন্তব্য আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে লিটনদের সম্পর্কে নাজমুলের এমন মন্তব্য ভাল ভাবে নেয়নি বাংলাদেশের ক্রিকেটমহল।

তাঁর এই বক্তব্য জানাজানি হওয়ার পরই মুখ খোলেন মিঠুন। ‘কোয়াব’ সভাপতি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নাজমুলের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, “সকলেই জানেন কিছু দিন ধরে কী চলছে। প্রথমে একজনকে নিয়ে, এখন সব ক্রিকেটারকে নিয়ে যে ভাবে কথা বলা হচ্ছে, যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সব আশা করা যায় না। ভাষা সম্পর্কে একজন পরিচালকের সতর্ক থাকা উচিত। তাঁর বক্তব্য গোটা ক্রিকেটমহলকে কষ্ট দিয়েছে।” এর পর হুঁশিয়ারির সুরে মিঠুন বলেন, “আমাদের সব ক্রিকেটারকে নিয়ে উনি যে ভাবে কথা বলছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। উনি বৃহস্পতিবার ম্যাচের আগে পদত্যাগ না করলে আমরা সব ধরনের ক্রিকেট বয়কট করব।” সেই চাপে নতিস্বীকার করেছে বিসিবি।

ভূপেন দত্ত ভৌমিক স্মৃতি টেনিস টুর্নামেন্ট আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২৯ তম ভূপেন দত্ত ভৌমিক মেমোরিয়াল স্টেট টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপ - ২০২৬ আগামীকাল (শুক্রবার) সকাল থেকে মালঞ্চ নিবাসস্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে সিঙ্গেলস বিভাগের রাউন্ড আপের ম্যাচের মধ্য দিয়ে। সকাল ৮ টায় এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন এসোসিয়েশন এর সভাপতি বিধান রায়। তৎসঙ্গে উপস্থিত থাকবেন এসোসিয়েশন এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। সকল খেলোয়াড়দেরকে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে মালঞ্চ নিবাসস্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও পুরুষ, মহিলা বিভাগের সিঙ্গেলস এর পাশাপাশি পুরুষ বিভাগের ডাবলস ম্যাচ এর মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

টি২০ বিশ্বকাপের আগে বড় সিদ্ধান্ত আফগান ক্রিকেট বোর্ডের! রশিদদের বিদেশের লিগে খেলায় কড়াকড়ি

কাবুল।। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বৃহস্পতিবার ছিল আফগান বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এ বার থেকে চাইলেই সব দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলতে পারবেন না রশিদ খানেরা। সর্বাধিক তিনটি দেশের লিগে তাঁদের খেলার অনুমতি দেওয়া হবে।

২০২৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু হবে আফগানিস্তানের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ। পাঁচ দলের সেই প্রতিযোগিতায় খেলতেই হবে আফগানিস্তানের ক্রিকেটারদের। তার বাইরে আরও তিনটি লিগে খেলতে পারবেন তাঁরা।

দেশের হয়ে খেলার সময় যাতে ক্রিকেটারেরা তরতাজা থাকেন, তার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। একটি বিবৃতিতে তারা বলেছে, “ক্রিকেটারদের শারীরিক ও মানসিক ধকল সামলাতে বোর্ড নতুন নীতি নিয়েছে। আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগ ছাড়া বছরে আরও তিনটি লিগে আফগান ক্রিকেটারদের খেলার অনুমতি দেওয়া হবে। দেশের হয়ে খেলার সময় যাতে ক্রিকেটারদের সমস্যা না হয়, তার জন্য এই সিদ্ধান্ত।”

রশিদ ছাড়াও নুর আহমেদ, মুজিব উর রহমান, মহম্মদ নবি, আল্লা গজনফর, রহমানুল্লা গুরবাজের মতো ক্রিকেটার বিভিন্ন দেশের লিগে খেলেন। রশিদ টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের সর্বাধিক উইকেটের মালিক। আইপিএলে গুজরাত টাইটান্স ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্টারন্যাশনাল টি২০, মেজর লিগ ক্রিকেটে খেলেন তিনি। কিন্তু এ বার থেকে মাত্র তিনটি লিগে খেলতে পারবেন তিনি। ফলে আর্থিক ক্ষতি হবে রশিদ-সহ আফগান ক্রিকেটারদের।

সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে আমিরশাহিতে এই সিরিজ খেলবে তারা। তার পর বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবেন রশিদেরা। তার আগেই তাঁদের বিদেশের লিগে খেলায় কড়াকড়ি করল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

তামিমকে ‘ভারতের দালাল’ বলা নাজমুলের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ বোর্ড, ‘কড়া ব্যবস্থা’ নেওয়ার বার্তা অর্থ কমিটির কর্তার বিরুদ্ধে

কিছু দিন আগেই দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ‘ভারতের দালাল’ বলেছিলেন। বুধবার দেশের ক্রিকেটারদের নিয়েও কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। সেই নাজমুল হোসেনকে এ বার হুঁশিয়ারি দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। জানাল, ওই মন্তব্যের জন্য নাজমুলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নাজমুলের মন্তব্য তাঁর ‘নিজস্ব’ বলে দূরে সরে গিয়েছে বোর্ডও।নাজমুলের মন্তব্যের পর বোর্ড একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, তাদের এক সদস্য সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছে, তার সঙ্গে সহমত নয় তারা। সেই মন্তব্য অযৌক্তিক, আক্রমণাত্মক এবং কষ্টদায়ক। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মূল্যবোধ, নীতি এবং সরকারি অবস্থানের সঙ্গে তা খাপ খায় না। পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্রিকেটের স্বার্থরক্ষার ভার যে সব কর্তার হাতে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মুখে এমন কথা মানায় না।বিসিবি জানিয়েছে, বোর্ডের কোনও ডিরেক্টর বা সদস্যের ব্যক্তিগত কোনও মন্তব্যকে সমর্থন করা হবে না। যত ক্ষণ না বোর্ডের মুখপাত্র হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি কোনও বিবৃতি দিচ্ছেন। কোনও চ্যানেলে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বা কথাবার্তাকে বোর্ডের আনুষ্ঠানিক অবস্থান হিসাবে ধরে নিতে বারণ করা হয়েছে।বিবৃতিতে আরও লেখা হয়েছে, “বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চায়, দলের কোনও ক্রিকেটারের প্রতি অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বা মন্তব্য করলে বা তাঁর জনপ্রিয়তায় আঘাত করার চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” গোটা বিবৃতিতে এক বারও নাজমুলের নাম করলেও বক্তব্যের উদ্দেশ্য যে তিনিই, সেটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ক্রিকেটারদের পাশে যে বোর্ড পুরোপুরি রয়েছে, সেটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।ওপেনার আরও বলেছিলেন, “আমি যদি থাকতাম তা হলে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করার আগে নিজেদের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতাম। কারণ এটা স্পর্শকাতর বিষয়। আপনি প্রকাশ্যে কোনও কথা বললে সেটা ঠিকই হোক বা ভুল, তা থেকে পিছিয়ে আসা মুশকিল। সকলের আগে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎকে রাখা উচিত। আমাদের বোর্ডের ৯০-৯৫ শতাংশ অর্থ আসে আইসিসি থেকে। তাই সেটা ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।”এর পরেই নাজমুল সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, “এ বার আরও এক জন পরীক্ষিত ভারতীয় এজেন্টের আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দু’চোখ ভরে দেখল।” পরে তিনি দ্বিতীয় একটি পোস্টে লিখেছিলেন, “মুস্তাফিজ ইস্যুতে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা ভারতের মাটিতে ঝুঁকিতে। মাননীয় ক্রীড়া উপদেষ্টা বিষয়টা আন্দাজ করে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তর করার ব্যাপারে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছেন বিসিবি-কে। মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টাও সমর্থন করেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টার সিদ্ধান্তকে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের জনগণের আবেগের বাইরে গিয়ে ভারতীয়দের হয়ে ব্যাট করছেন এক জন। যিনি বাংলাদেশের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৫ হাজারের বেশি রান করা এক কিংবদন্তি ক্রিকেটার।”

প্রশ্নের মুখে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা

ভারতের ক্রিকেট মাঠের নিরাপত্তা নিয়ে আরও এক বার প্রশ্ন উঠল। বুধবার রাজকোটে নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে মাঠে ঢুকে পড়লেন বিরাট কোহলির এক ভক্ত। বিনা বাধায় তিনি পৌঁছেও গেলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের কাছে।

নিউ জিল্যান্ডের ইনিংসের সময় এক দর্শক মাঠে ঢুকে দৌড়ে সোজা চলে যান কোহলির কাছে। ফিল্ডিং করছিলেন কোহলি। তাঁকে দৌড়ে আসতে দেখে ধীরে ধীরে আসার ইঙ্গিত করেন কোহলি। কাছে এলে ওই ভক্তের সঙ্গে করমর্দন করেন কোহলি। তাঁকে জড়িয়েও ধরেন। তত ক্ষণে নিরাপত্তারক্ষীরা পৌঁছে যান। কোহলি তাঁদের বলেন ওই যুবককে সাবধানে নিয়ে যেতে।

এমন ঘটনা অবশ্য প্রথম নয়। ২০২৫ সালে আইপিএলের সময় ইডেন গার্ডেন্সের ফেন্সিং টপকে কোহলির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন ঋতুপর্ণ পাখিরা। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বাসিন্দা কিছু দিন আগে মাঠে অনুপ্রবেশের মামলায় জামিন পেয়েছেন। গত ৩০ নভেম্বর রাঁচীতে নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে মাঠে ঢুকে কোহলির কাছে চলে যান সমর মুর্মু। হুগলির আরামবাগের বাসিন্দা ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম এক দিনের ম্যাচে গ্যালারির ফেন্সিং টপকে মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন। একই ঘটনা ঘটেছিল রায়পুরের মাঠে।

রায়পুরে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসেও নিরাপত্তাকর্মীদের নজর এড়িয়ে এক ক্রিকেটপ্রেমী মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন। জড়িয়ে ধরেছিলেন রোহিত শর্মাকে। গত ডিসেম্বরে হায়দরাবাদের মাঠেও হার্দিক পাণ্ড্যর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন একাধিক ক্রিকেটপ্রেমী। তাঁরা বডোদরার অলরাউন্ডারের সঙ্গে নিজস্বীও তোলেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচের মাঝে।

২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে অহমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে তখন ব্যাট করছেন কোহলি। বিশ্বকাপ ফাইনালের কড়া নিরাপত্তা ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়েন এক যুবক। তাঁর মুখে একটি রুমাল বাঁধা ছিল। পরনে ছিল টি-শার্ট। সেখানে লেখা “যুদ্ধ থামাও। প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করো।” তিনি ঢুকে কোহলিকে জড়িয়ে ধরেন। রাজকোটেও অন্যথা হল না।কড়া নিরাপত্তা এড়িয়ে বার বার ভারতের ক্রিকেট মাঠগুলিতে ঢুকে পড়ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। তাঁরা পৌঁছে যাচ্ছেন কোহলি, রোহিতদের কাছে। স্বভাবতই ভারতের ক্রিকেট মাঠের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ক্রমশ বড় হচ্ছে।

কম ক্রিকেট খেলছেন বলে ব্যর্থ রোহিত! ভারতের সহকারী কোচ দায় চাপালেন শর্মার ঘাড়ে দোষ দিলেন গম্ভীরের পছন্দের নীতীশকেও

বুধবার দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডের কাছে হেরেছে ভারত। তার পরে রাখঢাক না করে হারের দায় রোহিত শর্মা এবং নীতীশ রেড্ডির ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। তাঁর দাবি, রোহিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিকেট খেলছেন না বলেই সফল হচ্ছেন না। এ-ও বলেছেন, নীতীশ যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন না এবং সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন না। প্রথম ম্যাচে ২৬ রান করার দ্বিতীয় ম্যাচে ২৪ করেন রোহিত। দুই ম্যাচেই বড় রান পাননি। দুশখাতের মতে, কম পরিমাণে ক্রিকেট খেলার জন্যই এমনটা হচ্ছে। তাঁর কথায়, “আজ দুটো ইনিংসেই শুরুর দিকের পিচ নতুন বলের জন্য আদর্শ ছিল। ব্যাট করা সহজ ছিল না। প্রথম এক দিনের ম্যাচে দেখেছিলাম, রোহিত আগে যতটা স্বচ্ছন্দ ছিল, এখন ততটা নেই। তাই রান করা কঠিন হতে চলেছে ওর কাছে। কারণ সিরিজের মাঝে যথেষ্ট ক্রিকেট খেলে না।”

বোর্ডের ফতোয়া মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে বিজয় হজারেতে দু’টি ম্যাচ খেলেছিলেন রোহিত। দু’টি ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন নিজের ফিটনেস নিয়ে। তাঁকে নিয়ে সহকারী কোচ এমন কথা বলায় অনেকেই বিস্মিত। যেমন একই রকম অবাক নীতীশকে নিয়ে মন্তব্যেও। যদি নীতীশ সুযোগ কাজে না-ই লাগাতে পারেন, তা হলে দলে তাঁকে কেন নেওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্ন উঠেছে। অলরাউন্ডার হিসাবে খেলিয়েও তাঁকে ২ ওভারের বেশি বল দেওয়া যাচ্ছে না!

দুশখাতে বলেছেন, “নীতীশের উন্নতি করা এবং ম্যাচ খেলার সময় দেওয়া নিয়ে আমরা প্রায়ই কথা বলি। কিন্তু ম্যাচে খেলানো হলেও ও সে ভাবে পরিশ্রম করতে পারে না। দলে জায়গা তৈরি করার চেষ্টা যে করছে, তাঁকে আরও বেশি সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আজ ব্যাট হাতে নিখুঁত সুযোগ ছিল নীতীশের কাছে। যে পরিস্থিতিতে ব্যাট করতে নেমেছিল, অনায়াসে ১৫ ওভার খেলতে পারত। ধারাবাহিক ভাবে খেলতে চাইলে এই সুযোগগুলো তো কাজে লাগাতেই হবে।”

দুই ক্রিকেটারের সমালোচনা করলেও, ব্যর্থ হওয়া আর এক ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাডেজার পাশে দাঁড়িয়েছেন দুশখাতে। ইদানীং একেবারেই উইকেটের মধ্যে নেই জাডেজা। তাঁকে অনায়াসে খেলে দিচ্ছেন ব্যাটারেরা। সেই জাডেজাকে নিয়ে দুশখাতে বলেছেন, “মনে হয় না ও বিশেষ চিন্তিত। আসলে ওর পরিসংখ্যান দুর্দান্ত। হয়তো সে ভাবে এখন উইকেট পাচ্ছে না। তাতে চিন্তার কিছু নেই। আমরা ওকে বলের গতি নিয়ে আরও পরিশ্রম করতে বলেছিলাম। আগের চেয়ে ভাল বল করছে। আশা করি উইকেটও পেতে শুরু করবে।”বুধবার আরও একজন স্পিনার না খেলানোর সিদ্ধান্তে আক্ষেপ করেছেন দুশখাতে। বলেছেন, “অতীতে যে ভাবে খেলেছি, তাতে আরও একজন স্পিনার থাকলে ভাল হত। হঠাৎ করে আয়ুষকে (বাদোনি) নামিয়ে দিতে চাইনি। ভেবেছিলাম এই পিচে নীতীশ সাফল্য পাবে। তবে নিউ জিল্যান্ডের বোলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছি, এই পিচে আর একটা স্পিনার থাকলে ভালই হত।”

বর্তমান তৃণমূল সরকার ও পূর্বের বামফ্রন্ট উভয় শাসনামলেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কার্যত ধ্বংস হয়েছে : বিপ্লব

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি: বর্তমান তৃণমূল সরকার ও পূর্বের বামফ্রন্ট উভয় শাসনামলেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কার্যত ধ্বংস হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কড়া সমালোচনা করে আজ আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই তীব্র আক্রমণ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর অভিযোগ, বর্তমান টিএমসি সরকার ও তার আগে বামফ্রন্টউভয় শাসনামলেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কার্যত ধ্বংস হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মান সম্মান রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করে দিয়েছে টিএমসি ও বামফ্রন্ট সরকার। দেড় কোটি যুবসমাজ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরিয়ে গেছে রুজি রুটির আশায়। সাত হাজার ছোট বড় কারখানা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে।

আগরতলায় সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে সাংসদ দেব বলেন, টিএমসি'র বহুল প্রচারিত স্লোগান 'মা, মাটি, মানুষ' বাস্তবে সাধারণ মানুষের কোনও উপকারে আসেনি। তাঁর দাবি, এক সময় পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্বের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত অবদান রাখত। কিন্তু কমিউনিস্টদের শাসন ও পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভাইপোর নেতৃত্বে সেই অবদান নেমে এসেছে এক অঙ্কে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের শাসকরা জনস্বার্থ নয়, ব্যক্তিগত আয়ের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। অগাধ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যকে চরম আর্থিক সংকটে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সাংসদ।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ঋণের বোঝা ভয়াবহ আকার নিয়েছে। আজ সেখানে প্রতিটি মানুষ ঋণগ্রস্তএমনকি সদ্য জন্মানো শিশুও ঋণ নিয়ে জন্মাচ্ছে। সদ্যোজাত একটি শিশুর মাথাতেও ৭৭ হাজার টাকার ঋণ রয়েছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত হিসেব করলে মাথাপিছু ঋণ প্রায় ২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, অথচ মাথাপিছু আয় মাত্র ১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার কাছাকাছি, এমনটাই দাবি করেন তিনি।

শিল্পক্ষেত্রের অবনতি ও বেকারত্ব নিয়েও সরব হন সাংসদ। তাঁর দাবি, প্রায় ৭ হাজার ছোট-বড় শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে বা রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। এর ফলে প্রায় দেড় কোটি যুবক কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও কড়া মন্তব্য করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে অপরাধের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার এখনও এক অঙ্কেই রয়ে গেছে। "পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করে না, বিচার পাওয়া যায় না," বলেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই জনমত বদলাতে শুরু করেছে। "মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করছে, আর আজ সাধারণ মানুষ লড়াই করছেবিজেপি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে," মন্তব্য করেন বিপ্লব কুমার দেব।

বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে চলমান রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই সাংসদের এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু করেছে।

রাজ্যস্তরীয় শাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি: আজ কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, লেম্বুছড়াস্থিত একলব্য ক্যাম্পাসে, সকাল ১০:৩০ মিনিটে রাজ্যস্তরের শাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতা সফলভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে যা শুক্রবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সুমন কে.এস. মহোদয়ের উপস্থিতিতে আয়োজিত হযেছিল, যিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন একলব্য ক্যাম্পাসের নির্দেশক অধ্যাপক মখলেশ কুমার। শাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ছিল ধ্রুপদী সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার এবং শাস্ত্রীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা প্রদর্শনে উৎসাহিত করা।

ডঃ সুমন কে.এস. তাঁর ভাষণে আয়োজকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের গুরুত্বের উপর জোর দেন। অধ্যাপক মখলেশ কুমার তার সভাপতিত্বের ভাষণে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত অধ্যয়নের প্রতি তাদের নিষ্ঠা অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করেন এবং একাডেমিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে এই ধরনের প্রতিযোগিতার ভূমিকা তুলে ধরেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ব্যাকরণের অধ্যাপক ড. নাগপতি হেগড়ে মহোদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন বেদান্ত বিভাগের অধ্যাপক লোকনাথ পান্ডা।

বৃহস্পতিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ত্রিপুরা সফরে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

১৮ জানুয়ারি বোধজং স্কুল প্রাঙ্গণে বোধজং অ্যালামনীর ১৯তম পুনর্মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি: প্রতি বছরের ন্যায় চলতি বছরেও বোধজং স্কুল অ্যালামনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৯তম পুনর্মিলন উৎসব। আগামী ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, রবিবার সকাল ১০টা থেকে বোধজং স্কুল প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

বোধজং অ্যালামনীর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পালিত হবে। অনুষ্ঠানে বোধজং অ্যালামনীর বার্ষিক ম্যাগাজিন 'কালক্রম'-এর ১৯তম সংকলনের প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে যেসব প্রাক্তনী ও শুভানুধ্যায়ী আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন, তাঁদের সম্মানিত করা হবে।

এদিন বোধজং স্কুলের সমস্ত শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের মেরিট স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি বোধজং অ্যালামনীর নতুন উদ্যোগ "বিপিএল অন্ত্যোদয় সাহায্য যোজনা"-র শুভ সূচনা করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের সারা বছরের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হবে এবং বছরজুড়ে প্রয়োজনভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। অ্যালামনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আর্থিক কারণে কোনো ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা বন্ধ হতে দেওয়া হবে নাএটাই তাঁদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার।

পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে প্রাক্তনী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সারা দিনব্যাপী নানা আয়োজন থাকছে। এর মধ্যে থাকবে খেলাধুলা, নাচ-গান, অর্কেস্ট্রা, সম্মিলিত ভোজনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। আয়োজকদের লক্ষ্য, দিন শেষে সবাই যেন আনন্দমুখর স্মৃতি নিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরতে পারেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বোধজং অ্যালামনী সারা বছর ধরেই নানামুখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলা নববর্ষ উদযাপন, কৃতী ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তনীদের সংবর্ধনা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বনমহোৎসব উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ, শিক্ষক দিবসে বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মাননা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন এবং প্রবীণ প্রাক্তনীদের সম্মাননা অনুষ্ঠান। এছাড়াও অনাথ শিশুদের আশ্রম ও বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে সহায়তা প্রদান, বিদ্যালয়ে ডাস্টবিন বিতরণ, বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনও নিয়মিতভাবে করা হয়।

এই সব সামাজিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতাতেই বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসবকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে জানানো হয়েছে। আগামী ১৮ জানুয়ারি বোধজং স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিতব্য ১৯তম পুনর্মিলন উৎসবে বোধজং স্কুলের সকল প্রাক্তনীকে সপরিবারে উপস্থিত থাকার জন্য সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে বিনম্র আহ্বান জানানো হয়েছে বোধজং অ্যালামনীর পক্ষ থেকে। আয়োজকদের দৃঢ় আশা, সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে এবারের পুনর্মিলন উৎসব আনন্দ ও সৌহার্দ্যে মুখরিত হয়ে উঠবে।

তিন দিনব্যাপী আলপনা ও পিঠেপুলি উৎসব সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি: শহর ও গ্রামীণ এলাকার মানুষের আনন্দ ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে লঙ্কামুড়ার আলপনা গ্রামে তিন দিনব্যাপী আলপনা ও পিঠেপুলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আজ ছিল এই উৎসবের সমাপ্তি দিন। এই আলপনা গ্রাম দেখতে আগরতলা শহর ও শহরতলীর বহু দর্শক ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ও বহিরাজ্যের উৎসাহী জনতা উপস্থিত ছিলেন। এই গ্রামকে স্থানীয় গ্রামবাসী সহ প্রসার ভারতীর শিল্পীগণ বর্ণিল আলপনায় রাঙিয়ে তুলেছিলেন। ছিল স্ব-উদ্যোগীদের তৈরী স্টলে বিভিন্ন রকমের পিঠেপুলি, পুতুল, কুটির শিল্পের সামগ্রী, সব্জী ও রকমারি খাবার। উৎসাহী দর্শকগণ এইগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন ও ক্রয় করেন।

আজ সমাপ্তি সন্ধ্যায় প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার গ্রামীণ ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই আলপনা ও পিঠেপুলি উৎসবের বার্তা আজ রাজ্য, বহিরাজ্য ও অন্যান্য দেশে পৌঁছে গেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভর ভারত গড়ার প্রয়াস নিয়েছেন। তিনি বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে স্বসহায়ক দলের সদস্য সদস্যাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত বলেন, আলপনা ও পিঠেপুলি উৎসব আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল প্রাচীন সংস্কৃতিকে বহমান রাখা। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বনমালী দাস। বাল্যবিবাহ ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার বিষয়ে আলোচনা করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সুপারভাইজার নারায়ণ দেবনাথ।

অনুষ্ঠানে প্রসার ভারতী কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৮৬ জন শিল্পীকে নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও নাটকে শংসাপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া ১৯ জন প্রশিক্ষককে শংসাপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও আলপনা অঙ্কনে সেরা ৫টি বাড়িকে অতিথিগণ ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করেন। আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রসার ভারতী কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীগণ "অমূল্য সম্পদ" নাটক মঞ্চস্থ করেন। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর মিত্রারাণী দাস মজুমদার, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম জেলার পরিদর্শক দীপক লাল সাহা প্রমুখ।

দিনদুপুরে নেশার আখড়া ধর্মনগর পূর্ব বাজারস্থিত মাছবাজার শেডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জানুয়ারি: ধর্মনগর পুরপরিষদ কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে ধর্মনগরের এক শ্রেণীর যুবসমাজ ক্রমশ নেশার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছেএমনই উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এলো ধর্মনগর পূর্ব বাজার এলাকায়। পুরপরিষদ কর্তৃক নির্মিত পূর্ব বাজারস্থিত মাছবাজার শেডের ছাদে অসংখ্য ড্রাগসের কৌটা উদ্ধার হওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই মাছবাজার শেডের আশপাশে সন্ধ্যার পর অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বাজার বন্ধ হওয়ার পর ওই শেডের ছাদ ও আশপাশে কিছু যুবকের আনাগোনা বেড়ে যায় বলে অভিযোগ ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের। কিন্তু একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও পুরপরিষদ কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর।

এই পরিস্থিতিতে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এগিয়ে আসেন ধর্মনগরের সচেতন সাংবাদিক। বৃহস্পতিবার তারা নিজেরাই একটি ড্রাগস-বিরোধী ঝটিকা অভিযান চালান।

এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মিন্টু গুপ্ত, বুদ্ধ দেব সহ অন্যান্যরা।অভিযান চলাকালীন মাছবাজার শেডের ছাদে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ড্রাগসের খালি ও ব্যবহৃত কৌটা, সিরিঞ্জসহ নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহারের নানা সামগ্রী। এদিনের অভিযানে পশ্চিম চন্দ্রপুর স্থিত জাবড়া টিলা থেকে ও বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ড্রাগসের কৌটা সহ ড্রাগস সেবনের সিরিন উদ্ধার হয়। ড্রাগসের পাশাপাশি দেশি মদের ও আস্তানা সনাক্ত করেন সাংবাদিকরা।উদ্ধার হওয়া সামগ্রী দেখে স্পষ্ট, দীর্ঘদিন ধরেই ওই স্থানটি নেশাগ্রস্তদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। সাংবাদিকদের এই অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাজার এলাকায় ভিড় জমে যায়।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "দিনের বেলায় এই বাজারে রুজি-রোজগারের জন্য আমরা বসি, আর রাত হলেই এখানে নেশার আড্ডা বসে। এতে বাজারের পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি আমাদের সন্তানেরাও বিপথে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছে।"অভিযানের পর সাংবাদিকরা বিষয়টি প্রশাসন ও পুলিশের নজরে আনেন। প্রশ্ন হচ্ছে প্রশাসনের গোয়েন্দা দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে, গোয়েন্দা দফতর কর্মীরা কি শীত ঘোমে। এমন অবস্থায় স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে ওই শেড এলাকায় পর্যাপ্ত আলো, সিসিটিভি ক্যামেরা ও নিয়মিত পুলিশি টহলের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি পুরপরিষদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও ওঠে।এই ঘটনায় আবারও প্রশ্ন উঠেছেধর্মনগরের গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমস্থলে কীভাবে দিনের পর দিন এমন বেআইনি কার্যকলাপ চলতে পারে প্রশাসনের চোখের আড়ালে? সচেতন মহলের অভিমত, কেবল অভিযানে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজ, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সম্মিলিত উদ্যোগেই যুবসমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

হেলমেট না পরলে মিলবে না পেট্রোল উত্তর ত্রিপুরায় কড়া নির্দেশ কার্যকর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জানুয়ারি : সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও পথ নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল জেলা প্রশাসন। জেলা রোড সেফটি কমিটির নির্দেশে আজ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে জেলাজুড়ে কার্যকর করা হয়েছে "নো হেলমেট, নো পেট্রোল" নীতি।

এই নীতির আওতায় দুই-চাকা যানচালক হেলমেট পরিধান না করলে কোনও পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি সরবরাহ করা হবে না। এ উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প ও জনবহুল এলাকায় সচেতনতামূলক ব্যানার ও পোস্টার টাঙানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, হেলমেট ব্যবহার না করার প্রবণতার কারণেই বহু ক্ষেত্রে গুরুতর ও প্রাণঘাতী সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষকে হেলমেট ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা কমিয়ে আনা।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রান এবং পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই। তাঁরা জানান, সড়ক নিরাপত্তা শুধুমাত্র প্রশাসনের দায়িত্ব নয়; এর জন্য সাধারণ মানুষের সচেতন ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। হেলমেট একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনরক্ষাকারী উপকরণ, যা দুর্ঘটনার সময় প্রাণহানির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সহায়ক।

পুলিশ প্রশাসন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও ভবিষ্যতে নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকরা। তাঁদের আশা, "নো হেলমেট, নো পেট্রোল" নীতি কার্যকর হওয়ার ফলে হেলমেট ব্যবহারের হার বাড়বে এবং উত্তর ত্রিপুরায় সড়ক দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

সড়ক সুরক্ষা মাস উপলক্ষে রাজ্যে রোড সেফটি ভ্যানের সূচনা, লক্ষ্য 'শূন্য মৃত্যু'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী জানুয়ারি মাসকে সড়ক সুরক্ষা মাস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এই মাসকে 'শূন্য মৃত্যু মাস' হিসেবে চিহ্নিত করে সড়ক দুর্ঘটনাজনিত প্রাণহানি রোধে দেশজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যেও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা-র নেতৃত্বে সড়ক সুরক্ষা নিয়ে রাজ্যস্তরীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজ্যের আটটি জেলায় আটটি রোড সেফটি ভ্যান পাঠানো হচ্ছে। প্রতিটি ভ্যান আগামী দশ দিন ধরে সংশ্লিষ্ট জেলায় ঘুরে সড়ক সুরক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করবে। এর মূল লক্ষ্য সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা, বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে, কারণ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার এই শ্রেণির মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বলে জানানো হয়েছে।

পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা যায়, প্রতিটি রোড সেফটি ভ্যান জেলা সফর শেষে জেলার জেলা শাসকের নেতৃত্বে গঠিত সড়ক সুরক্ষা কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। একথা জানিয়েছেন পরিবহন কমিশনার সুব্রত চৌধুরী। বৃহস্পতিবার পরিবহন দপ্তরের কার্যালয়ের সামনে থেকে আনুষ্ঠানিক ফ্ল্যাগ অফের মাধ্যমে আটটি জেলার উদ্দেশ্যে এই আটটি রোড সেফটি ভ্যান যাত্রা শুরু করে। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগের মাধ্যমে সড়ক সুরক্ষা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হবে।

সাংবাদিকের উপর হামলা: তিন অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি : দৈনিক সংবাদের সাংবাদিক মৃণাল কান্তি দেবনাথের উপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এডি নগর থানা পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের নাম মদন মোহন দেবনাথ, প্রাঞ্জল রায় বর্মন ও সমীর সরকার। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামীকাল তাদের আদালতে তোলা হবে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ দৈনিক সংবাদ পত্রিকার কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে মৃণাল কান্তি দেবনাথের উপর চারজন দুর্বৃত্ত অতর্কিতে হামলা চালায়।

অভিযোগ, হামলাকারীরা তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় এবং ধারালো অস্ত্রসহ মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে।

রাতের আঁধারে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি: আগরতলা ও সাব্রুম ৮নং জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই যুবক। তাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার রাত আনুমানিক ১১.৩০ নাগাদ শান্তিরবাজারে পিঠা পুলির উৎসব এর অন্তিম দিনের অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে এই পথ দুর্ঘটনা ঘটে। জোলাইবাড়ি বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় দুই যুবক মোটরবাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন। আহত দুই যুবকই মাইরাছড়ি এলাকার বাসিন্দা। বাইক চালকের নাম রাজু ত্রিপুরা(২৬) এবং অপরজন সমীর ত্রিপুরা(২০)।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত দমকল কর্মীদের খবর দেন। এরপর দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। এই দুর্ঘটনা ফের একবার প্রমাণ করল, সামান্য অসচেতনতা কীভাবে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আনন্দ আশ্রমে দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি: আগরতলার রামনগর ১০ নম্বর রোডস্থিত আনন্দ আশ্রমে বৃহস্পতিবার থেকে, শ্রী শ্রী রামঠাকুরের বাৎসরিক মহোৎসব শুরু হয়েছে। গঙ্গা আহ্বানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সকালে মন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে মন্দিরের পক্ষ থেকে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর মেয়র দীপক মজুমদার।

তিনি বলেন , শীতের সময় গরিব মানুষের কষ্ট লাঘবে সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মানবসেবাই পরম ধর্মএই লক্ষ্যেই মন্দিরের পক্ষ থেকে নিয়মিত সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

শৈবতীর্থ উনকোটিতে দু'দিনব্যাপী মকর সংক্রান্তি মেলার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি: শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে দু''দিনব্যাপী মকর সংক্রান্তি মেলার উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, শুধু রাজ্য ও দেশ থেকে নয়, বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক ঊনকোটি দর্শনে আসেন। এই ঊনকোটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরের সোনামুখি এলাকায় প্রায় ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরফলে ভবিষ্যতে পর্যটকদের থাকার, দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন সহ বিনোদনের বিশেষ সুবিধা তৈরি হবে। তাছাড়াও ঊনকোটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ ও আধুনিক পর্যটন পরিকাঠামো নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, মকর সংক্রান্তি মেলা সম্প্রীতির প্রতীক। জাতি-জনজাতি মানুষের অংশগ্রহণে মেলা প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হয়ে উঠে।

তিনি বলেন, পাঞ্জাবে লহরী, গুজরাটে উত্তরায়ন, দক্ষিণ ভারতে পোঙ্গল, আসামে বিহু নামে পৌষ সংক্রান্তি উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের সার্বিক বিকাশের জন্য কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, কৈলাসহর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক এস কার্জন হালাম, গৌরনগর ব্লকের বিডিও নবারুণ চক্রবর্তী, জেলা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক দীপঙ্কর দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সুকান্ত মলসই প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক মতি রঞ্জন দেববর্মা। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সাগর সুভম দেবনাথ।

দু''দিনব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাতব্যাপী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সরকারি কর্মচারী সংগঠনের অফিস ভেঙে পার্ক নির্মাণে বাধা, গন্ডাছড়ায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৫ জানুয়ারি: ৭০ দশক থেকে চলে আসা বাম সমর্থিত সরকারী কর্মচারী সংগঠন শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন সমন্বয় কমিটির অফিস ভেঙে পার্ক নির্মাণের কাজে বাধা দিলেন সিপিআইএম গন্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জন ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার সকালে গন্ডাছড়া -বিএসএফ ক্যাম্প রোডের গন্ডাছড়া থানা সংলগ্ন সিপিআইএম সমর্থীত সরকারী কর্মচারী সংগঠন সমন্বয় কমিটির অফিসে মহকুমার আর ডি দপ্তরের কর্মকর্তারা মাটি কাটিং এর কাজে লাগিয়েছিলেন একটি সেইন ড্রজার। বেআইনি ভাবে মাটি কাটিং -এর কাজের সংবাদ পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান সিপিআইএম বিভাগীয় সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এবং কাজ বন্ধ করার জন্য আবেদন জানালে ড্রজার চালক কাজ বন্ধ করে দেন। সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিশাল পুলিশ বাহিনী। সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে বেলা দুইটা নাগাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মহকুমা শাসক চন্দ্রজয় রিয়াং, বিডিও প্রহল্লাদ নোয়াতিয়া, এসডিপিও সৌগত চাকমা সহ আরডি -রআধিকারিকরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মহকুমার সিপিআইএম দলের নেতৃত্বরা। ঘটনাস্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সিপিআইএম গন্ডাছড়া বিভাগীয় সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা জানান সত্তর দশক থেকে উক্ত সরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিসটির কার্যকারিতা চলে আসছে। উক্ত অফিসের জায়গা নিয়ে বর্তমানে আদালতে মামলা বিচারাধীন। আদালতে মামলা চলাকালীন সময়ে তুঘলকি ফরমান জারি করে মর্জিমাফিক জায়গা বেআইনি দখল নিয়ে কর্মকান্ড চালাতে পারে না প্রশাসন। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা মহকুমায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিলোনিয়ায় অদ্বৈত মল্ল বর্মনের ১১২ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৫ জানুয়ারি: বিলোনিয়া মহকুমার মাইছড়া পূর্ব কলাবাড়িয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রখ্যাত উপন্যাসিক ও লেখক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের ১১২ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এক আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে অদ্বৈত মল্ল বর্মনের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টায় প্রদীপ প্রজ্জলন করে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। এছাড়া এইদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক মোহম্মদ হাবিজ উদ্দিন, জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক দিলীপ চন্দ্র দাস, ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনামিকা দেববর্মা,ডিসিএম সঞ্জয় শীল সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগন অন্যান্যরা।উপস্থিত অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে স্কুলের ছাত্র ছাত্রী দের সামনে অদ্বৈত মল্ল বর্মনের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন, অদ্বৈত মল্ল বর্মনের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাগনের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 16-01-2026, 00:16